মোগল শাহজাদি

জেবুন নিসা

এবং সেইদিন

ফজলুর রহমান জুয়েল

মোগল শাহজাদি

জেবুন নিসা

এবং সেইদিন

ফজলুর রহমান জুয়েল

Estd- 1949

দেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

মোগল শাহজাদি জেবুন নিসা
এবং সেইদিন

ফজলুর রহমান জুয়েল

প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

গ্রন্থ স্বত্ত্বঃ প্রকাশক

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী -২০০৯

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ ঃ

ফজলুর রহমান জুয়েল

মূল্য ঃ ৯৫.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

MUGHAL SHAHJADI JEBUN NISA EBONG SEIDIN: W, Fazlur Rahman Jewel: Published by: S.M. Raisuddin, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd, 125 B/A, Dhaka-1000. Price: Tk. 95.00, US$ 3/-, **ISBN.-984-702**

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আমাদের ক্রেতা-পাঠকমহলের খেদমতে এবার পেশ করা হলো স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ উপন্যাস ফজলুর রহমান জুয়েল এর *মোগল শাহজাদি জেবুন নিসা এবং সেইদিন*। বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক বিচারে এটি এক মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইসায়ি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কালের হিন্দুস্তান ও পারস্য-রাজদরবার আর তদানীন্তন নানা বাস্তব প্রেক্ষাপটের পটভূমিকায় সুচারুরূপে চিত্রায়িত হয়েছে এর কাহিনী। ঐতিহাসিক উপন্যাস মানেই ইতিহাসের ছায়ায় কাল্পনিক সৃষ্টি হলেও এই কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্যে রয়েছে মোগল বংশীয় এক রূপবতী-গুণবতী শাহজাদির কৃতিত্বপূর্ণ জীবনের সত্য ঘটনা। উপন্যাসটি একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকার ঈদসংখ্যা ২০০৮-এ প্রথম প্রকাশিত হলে বিপুল পাঠক-নন্দিত হয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস আধুনিক কথাসাহিত্যের এক জনপ্রিয় শাখা। ইংরেজি সাহিত্যে Scott এর ivanhoe, goerge eliot এর romola র মতো উপন্যাসগুলো বিশ্বের অনেক দেশে বিপুল পাঠক-নন্দিত। কেবল ইংরেজিই নয়,বিশ্বের আরো অনেক প্রসিদ্ধ ভাষায় সাহিত্য-শিল্পের এই শাখায় সৃজনশীল লেখনি দ্বারা সাড়া জাগিয়েছেন অনেক খ্যাতিমান লেখক। উর্দুতে এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ, নসিম হিজাজি, বাংলায় রবি ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সমকালীন বাংলা ভাষী খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের মধ্যে আল মাহমুদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সফীউদ্দীন সরদার প্রমুখের ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যাপক পাঠকপ্রিয়।

আমাদের আজকালের সাহিত্যাঙ্গনে তরুণ লেখক ও সাংবাদিক ফজলুর রহমান জুয়েল নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে একজন। তাঁর লেখা পাঠককে বরাবরই অন্যরকম আকৃষ্ট ও আলোড়িত করতে দেখা যায়। লেখকের এবারের নতুন উপন্যাস *মোগল শাহজাদি জেবুন নিসা এবং সেইদিন* পড়ে পাঠক পড়ার আনন্দ ও শিক্ষণীয় প্রেরণা পাবেন সন্দেহ নেই।

বলাবাহুল্য, গুরুত্বপূর্ণ ও রসময় প্রতিপাদ্যের ওপর বড় বড় কবি-সাহিত্যিকদের বহু প্রসিদ্ধ সৃষ্টিকর্ম (বিশেষ করে ঐতিহাসিক উপন্যাস) থাকলেও আমাদের জানা মতে ফজলুর রহমান জুয়েল এর এই উপন্যাসের বক্ষ্যমান বিষয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য নিয়ে এরকম কোনো সার্থক উপন্যাস ইতিপূর্বে কম রচিত হয়েছে। এবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৯ মেলায় বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ প্রকাশ করলো ফজলুর রহমান জুয়েলের উপন্যাসটি। আগ্রহী পাঠক এই উপন্যাসটি পড়ার জন্যে হাতে নিলে তা একনিঃশ্বাসে পড়ে শেষ না-করে পারবেন না বলেই মনে করি। পাঠক মহলে সমাদৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

এস এম রইস উদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ইতিহাস-গবেষক ও নাট্যকার

প্রফেসর আসকার ইবনে শাইখ

করকমলে

www.pathagar.com

আচ্ছা, লাইলি-মজনুর ঘটনাটা আসলে কী? সত্যি এরকম কিছু ঘটেছিল? কঠিন জিজ্ঞাসা। খুরাসানের মাওলানা আবদুর রহমান জামি লিখেছেন কাহিনীটা। খুব বেশি আগে না। বিগত ৮৮৯ হিজরি (১৪৮৪ইং) সনে। মাওলানা জামি তো আধ্যাত্মিক কাব্যজগতের নামকরা সাধক-কবি। সবাই জানেন। বিশ্ববিখ্যাত আরবি ব্যাকরণ গ্রন্থ *শরহে জামি*সহ বহু অসাধারণ গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তিনি কি যা-তা লিখবেন? নারী-পুরুষের অনৈতিক সম্পর্কের বেহুদা কথা কপচাবেন? মানুষকে বেহায়াপনার সুড়সুড়ি জাগানোর মতো কুরুচিময় উদ্দেশ্য তাঁর থাকতে পারে? তবে কি এই কাহিনীর মূলবার্তা আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের স্তুতিগান? তাহলে এর নিগূঢ়তত্ত্ব ঠিকমতো বোঝার সাধ্যি আছে আর কজনের? আরেকটা কথা, পরনারীর মোহ জীবন নাশ করে দিতে পারে, সে-ইঙ্গিত পরিস্কার না কাহিনীটাতে?

ভদ্রমহোদয়গণের সাফকথা, কোনো এক রূপবতী গুণবতীর জন্যে লালসাকাতর হয়ে কল্পনায় বিভোর থাকাই প্রেম। নাকি? তাহলে নিজের জীবনে লাইলি-মজনুর মতো নতুন আরেক কাহিনী সৃষ্টির চেষ্টা করা কী এমন দুঃসাধ্য কিছু? জুটি যদি নাও মেলে, তবু খেয়াল-খুশি মতো কোনো একজনের জন্যে মাথা কুটতে আপত্তি আছে? ভাবতেই কত আনন্দ! শুরু করে দিতে পারলে চিত্তসুখ যে কত !

শাহজাদা খুররমের মাথায় নানা কথা শুধু ঘুরপাক খায়। মনটা দরিয়ার ঢেউয়ের মতো উথাল-পাথাল করে। যেমন করেই হোক জেবুন নিসাকে তাঁর চাইই চাই। না-হয় জীবনের সুখ-স্বপ্ন সব মাটি হয়ে যাবে। তাই আগে তাঁকে পটাতে হবে। প্রেম পাতাতে হবে। মানে প্রেম থেকে পরিণয়ের সূচনা যাকে বলে আর কি! তাঁর মতো এমন নারী জগতে আর আছে ক জনা?

www.pathagar.com

পাঠক! খুররমের পরিচয় প্রসঙ্গ আগে খোলাসা করে নিই। আজ থেকে প্রায় পৌনে চার শ বছর আগের কথা। সুদূর কাশ্মির থেকে বঙ্গদেশ, পশ্চিমে একেবারে কাবুল ও কান্দাহারসহ এই সমগ্র ভু-ভাগের শাসনকর্তা তখন বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগির। পুরো নাম আবুল মুজাফ্ফর মুহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব আলমগির বাদশাহ বাহাদুর গাজি। বিশ্বের রাজ-রাজড়াগণ চেনেন হিন্দুস্তানের বাদশাহ নামে। অনেকে বলে জিন্দাপির। দিল্লি নগরীতে তাঁর রাজধানী।

হিন্দুস্তানের পশ্চিমে বিশাল আরেক দেশ। নাম তাঁর পারেস। আরবরা বলেন পারসিয়া। সংস্কৃত ও বাংলায় বলে পারস্য। রাজধানীর নাম ইসপাহান। বিখ্যাত কামেল দরবেশ আল্লামা সফিউদ্দিনের বংশধররা বহু যুগ ধরে তখন পারস্য শাসন করে আসছেন। দরবেশের নামানুসারে তাঁরা সাফাভি বংশের শাসক নামে খ্যাত।

সুখ-সমৃদ্ধিতে দিন কাটছে তখন পারস্যের। ঠিক বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হিন্দুস্তানের মতো। ইসপাহানের শাসক শাহ আব্বাসের ইন্তেকালের পর দেশের শাসনভার তুলে দেওয়া হয়েছে সুলায়মানের হাতে। সেই সময়টাতে ঐতিহ্যবাহী সাফাভি বংশে তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য আর নেই কেউ। তাই তাঁকেই ঘোষণা করা হয়েছে পারস্যের শাহ। শাহ মানে বাদশাহ। শাসনকর্তা। বাদশাহ, আমির কিংবা সুলতান নয়, ইসপাহান অধিপতির শাহানশাহি পদবি তখন শাহ।

ইসপাহানের এই সাফাভি শাহি পরিবারের এক অন্যতম শাহজাদা হলেন খুররম। অসাধারণ সুন্দর এক টসটসে যুবক। যে তাঁর রূপ দেখে, মুগ্ধ না-হয়ে পারে না। শিক্ষাদীক্ষায়ও নেই পিছিয়ে। কিন্তু তাঁর আছে আবার হিতাহিত জ্ঞান-বিবর্জিত একধরনের শাহানশাহি ঝোঁক-প্রবণতা। যা একটি আদর্শবাহী ইসলামি পরিবারের সন্তান হিসেবে কিছুতেই মানানসই নয়।

বেশ কিছুদিন ধরে জেবুন নিসার কথা তাঁর মাথায় চড়েছে। মন থেকে একমুহূর্তের জন্যেও সরছে না ব্যাপারটা। তাই আনমনা হয়ে শুধু ভাবেন সারাক্ষণ। ভাবতে পারলেই কেবল তাঁর শান্তনা।

www.pathagar.com

দিনে দিনে বিষয়টা শুধু মন-মস্তিস্কে প্রগাঢ় হয়ে উঠছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যেটা, সেটা হলো এই মনোজগতের নায়িকার সাথে আজ পর্যন্ত তাঁর হৃদয়ের ভাব বিনিময় হয় নি। কথাবার্তা হয় নি। এমনকি দু চোখে একটিবার দেখার সুযোগও আসে নি জীবনে কখনো।

জেবুন নিসার মা ইসপাহানেরই মেয়ে। সাফাভি পরিবারের সন্তান। নাম তাঁর শাহজাদি দিল আরাম বানু। কিন্তু তাই বলে প্রেয়সী জেবুন নিসা ইসপাহানে থাকেন না। ইসপাহান তাঁর মামাবাড়ি। তিনি থাকেন পৈত্রিক বাড়িতে। যা ইসপাহান থেকে হাজারো মাইল দূরে। সেই হিন্দুস্তানের সুদূর দিল্লি নগরীতে। তাহলে উপায়?

www.pathagar.com

শাহজাদা খুররম ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছেন না কিছু, আমার তাহলে কি করা এখন উচিত হবে? মোহগ্রস্থ আবেগে বিভোর অবস্থায় কত কথা যে ওঠে মনে! সীমা-পরিসীমা নেই। ক্ষণে ক্ষণে আবার যুক্তি আর বিবেচনাবোধও দেয় নাড়া। তখন বড় বেশি মনে পড়ে গৃহশিক্ষকের কথা। মনে পড়ে তাঁর কাছে শেখা বয়েত-

রিপুর ডাকে দিয়ে সাড়া
নামল যে-জন খারাপ পথে,
ক্ষতিগ্রস্থ হবে সে-জন
সন্দেহ নেই একটু তাতে।
বিফল হলে বুঝতে হবে
ভাগ্যটা তাঁর অতি ভালো।
সফল হলে কঠিন আঁধার,
সামনে কেবল ক্ষণিক আলো।

ভাবতে ভাবতে শাহজাদার কাটে সারাক্ষণ। ভাবনার আর শেষ নেই। কখনো বুঁদ হয়ে ওঠেন লালসাকাতর মোহে। আবার কখনো অনুভূত হতে থাকে প্রকৃত বাস্তবতার রূপ। তখন নিষ্কলুষ চিন্তাও জাগে।

আল্লাহ পাক মানুষকে প্রেম-যৌনতার শক্তি-অনুভূতি দিয়েছেন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্যে। যে-নারী নিজের স্ত্রী নয়, তাঁর মোহে আসক্ত হয়ে পা বাড়ালে আত্মা কুলষিত ও উচ্ছৃংখল হয়। পরিণতি হয় খারাপ। ইসলামি শরিয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ আছে এই কারবার। কিন্তু মনকে সামলানো যখন দায় হয়ে পড়ে, তখন? শয়তান ঘাড়ে সওয়ার হলে মানুষ মনের গোলামি করে, একথা জেনেও যে মনের আকুলি-বিকুলি সইতে পারা দায় হয়ে পড়েছে শাহজাদা খুররমের।

কোথায় সে-দিল্লি! অথচ এই ইসপাহান পর্যন্ত সেই সে শাহি ললনার নামধাম সকলের মুখে মুখে। কেবল ইসপাহান কেন, বুখারা, সমরকন্দ,

www.pathagar.com

তিরমিজ, কাশ্মির, কাবুল, কান্দাহার,পেশওয়ার– কোথায় নেই তাঁর কথা? সবখানে শোনা যায়।

তিনি দেখতে নাকি চাঁদের মতো সুন্দর! একটু-আধটু ঝলক দেখে যাঁরা তাঁর রূপ-সৌন্দর্য কিছুটা অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন, তাঁদের সবার একই কথা, এমন রূপবতী কন্যা জীবনে দ্বিতীয় আরেকজন দেখি নি।

তিনি পরিণত বয়সের এক কোমল উর্বশী নারী। তপ্ত যৌবনা। জীবনে কোনোদিন তাঁর কেশাগ্রেও ছোঁওয়া লাগে নি কোনো বেগানা পুরুষের। হয় নি কারো সাথে অনৈতিক মন দেওয়া-নেওয়ার মতো গর্হিত অভিজ্ঞতা। তাঁর অসাধারণ রূপময় শরীরের সতর-বহির্ভূত কোনো সুচ্যগ্র পরিমাণ অংশও দেখে নি কেউ।

আর জ্ঞান-গরিমা? সে-ও আরেক বিস্ময়! মাত্র আট বছর বয়সে কুরআনে হাফেজ। কুরআন, হাদিস, উসুল, ফেকাহ, ইতিহাস, সাহিত্য– অনেক বিষয়ে তাঁর উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে। সর্বাধিক ব্যুৎপত্তি সম্ভবত সাহিত্যচর্চায়। দেশে দেশে তাঁর ছড়িয়ে পড়া সুখ্যাতি সাহিত্যচর্চারই শোনা যায় বেশি। শুধু এ পর্যন্তই শেষ না। ইবাদত-বন্দেগিতে তিনি নাকি একেবারে নিষ্ঠাবান তাপসী। বিচক্ষণ চিন্তাবিদ নারী হিসেবেও কুড়িয়েছেন বিরাট সুনাম।

এমন রূপ আর গুণের অসাধারণ কাহিনী সত্যি এক অলৌকিক কাণ্ড মনে হয় না? তাঁকে জীবনসঙ্গিনী রূপে সহজে এবং নিশ্চিতভাবে পাওয়ার উপায় কি?

শাহজাদা খুররমের রাতদিন কাটে শুধু জেবুন নিসার কথা ভেবে। আর নীরবে একাকী হাহুতাশ করে। একটার পর একটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উথলে ওঠে কেবল জেবুন নিসার নানা কীর্তিময় বিষয়।

সেই-সে গুণবতী নারী নাকি লেখালেখি করেন প্রচুর। তবে লেখা জনসমক্ষে প্রকাশ করেন ছদ্মনামে। সে-নামটাও খুব সুন্দর, মখফি। মানে পুষ্প। এই নামই ব্যবহার করেছেন তিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে। নামকরণ করেছেন *দিওয়ানে মখফি*।

www.pathagar.com

প্রেম-কাতর খুররমের কাছে কোনো কোনো সময় মনে হয়, এই অলৌকিক ললনাকে নিয়ে কল্পনা করে শেষ করা যাবে না। কারণ তাঁর রূপের বাহুল্য আর গুণাগুণের আসলেই হয়তো শেষ পাওয়া যাবে না ভেবে। চলনে-বলনে তাঁর উন্নত রুচিশীলতা মানুষকে নাকি খুব সহজে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে। পারস্যের পথে- প্রান্তরে শিক্ষিত লোকদের মুখে মুখে ফেরে তাঁর কথা।

জিনানাখানায় বসে তাঁর বিদগ্ধ হৃদয় উজাড়-করা সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত শুনলে নাকি অনেক পাপীষ্ঠ মহিলার কঠিন হৃদয় পর্যন্ত গলে যায়। চোখের পানি সামলে রাখতে পারেন না। বহু লোকের মুখে শোনা যায় একথা । আহারে মহীয়সী নারী জেবুন নিসা! কত যে কীর্তি তাঁর! কত যে মহিমা!

www.pathagar.com

দিল্লি নগরীতে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাহানশাহি অন্তঃপুরখানি পরিচিত জিনানাখানা নামে। অনেকে অন্দরমহলও বলে থাকেন।

শাহি পরিবারের মহিলারা খুব ব্যক্তিত্ববান এবং পর্দানশিন। তাঁদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম আর অবাধ বিচরণের জন্যে সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে জিনানাখানা। চারদিকে উঁচু প্রাচীর। ভেতরে মর্মর পাথরের অনেকগুলো সাদা সাদা ইমারত। এক একটা ইমারতের কক্ষগুলো দূর থেকে দেখতে লাগে বোলতার চাকের মতো। এখানে কোলাহলপূর্ণ এক আলাদা জগৎ আছে, বাইরে থেকে তাকালে সেটা বোঝা যায় না।

হিন্দুস্তানের তখতে তাউসে আসীন আছেন আওরঙ্গজেব আলমগির বাদশাহ বাহাদুর গাজি। তিনি শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করার পর রাতারাতি পাল্টে গেছে দেশের চেহারা। সমাজ-জীবন সুন্দর হয়ে উঠেছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থপনা চলছে সবখানে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কোথাও দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার নেই। নেই শোষণ কিংবা অবিচার। গোটা হিন্দুস্তান নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। একেবারে দূর-দূরান্তের সেই প্রত্যন্ত জনপদের প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা থেকে শুরু করে শাহি দরবার, এমনকি জিনানাখানা পর্যন্ত সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে এক নতুন উদ্যমে। শান্তিপূর্ণ শৃঙ্খলায়।

বাদশাহ বাহাদুরের বিশেষ সচিবালয় দিওয়ানে খাস নামে পরিচিত। এখান থেকে সোজা পশ্চিমে জিনানাখানার একটি সুদৃশ্য সরোবর চোখে পড়ে। মর্মর পাথরে বাঁধানো। এর আরেক পাশে আছে নহর-শোভিত বাগিচা। এই সরোবর আর বাগিচার মাঝখানে যে-ছিমছাম ও মনোরম একখানা মহল বিদ্যমান, এটা শাহজাদি জেবুন নিসার নিদমহল। এখানেই রাত যাপন করেন তিনি।

নিদমহলের সবকিছু জেবুন নিসার নিজ হাতে গোছানো। প্রতিটি ফুলগাছ আর শাল-গালিচা, এককথায় ঘরসজ্জার যা আছে, সবই

www.pathagar.com

সাজিয়েছেন তিনি নিজে। ঘর-সাজের সেবিকা-দাসীদের কারো হাত লাগাতে হয় নি কোনো কিছুতে।

শাহজাদির রুচির ধরণই আলাদা।

জিনানাখানায় কোনো বেগানা যুবকের যাওয়া নিষেধ। এই বিধান ভঙ্গ করার ক্ষমতা নেই কারো। তাছাড়া জেবুন নিসার সার্বিক জীবনাচার তদারক করেন খোদ পিতা, আওরঙ্গজেব বাদশাহ বাহাদুর গাজি। তদারক করেন মাতা। মোগলশাহি দরবারের মহিমান্বিত বেগম দিল আরাম বানু। শাহজাদি জেবুন নিসা কখনো ছেলেমানুষি খেয়ালের বশে জিনানাখানার সুবিন্যস্ত পরিবেশ থেকে কোথাও সটকে পড়েন কি না? তারপর ছেলে-ছোকরাদের সাথে গর্হিত ফষ্টিনষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন কি না? কিংবা ছেদ পড়ল কি না নিয়মিত পাঠ্যাভ্যাসে? বাদশাহ-বেগম দুজনের যত্নশীল নজরদারিতে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছেন তাঁদের আদুরে ললনা শাহজাদি জেবুন নিসা। অবশ্য তাঁরা তাঁদের সব সন্তানদের বেলায়ই এরকম যত্নশীল।

জেবুন নিসা খেলাধুলা করতে চাইলে বা হুল্লোড়-আড্ডা দিতে গেলে কার কার সাথে মেলামেশা করবেন, সব নির্ধারিত। দুষ্ট স্বভাবের মেয়েদের সাথে তিনি কখনো মেশেন না। হোক সে শাহি খান্দানের নামজাদা যে-কেউ।

শাহি সন্তানদের এইসব সুচারু যত্নআত্তি একান্ত কাছ থেকে অবলোকন করে জিনানাখানার মহিলা কর্মচারীরা। খুব অভিভূতি লাগে তাঁদের সন্তান মানুষ করার শাহি কায়দা-কানুন দেখে।

www.pathagar.com

নিঝুম রাত। জগতের একটা প্রাণীও মনে হয় জেগে নেই। আকাশ ভরা জোছনা।

জিনানাখানায় শাহজাদি জেবুন নিসার নিদমহলের দরোজা-জানালা বন্ধ। শুধু খাস কামরার বড় দরোজা খোলা। খোলা বলতে একটি কপাট সামান্য ফাঁক রেখে চাপানো। খিল বন্ধ করা হয় নি। বাইরে থেকে জরুরি প্রয়োজনে যাতে সেবিকারা ভেতরে গিয়ে হাজির হতে পারে শাহজাদির কাছে।

ভেতরে পালঙ্কের ওপর গা এলিয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন শাহজাদি জেবুন নিসা।

নিদমহলের অলিন্দে দূরে একপাশে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা প্রহরায় নিয়োজিত কয়েকজন মহিলা রক্ষী। তাঁরা বসে বসে ফিসফিসিয়ে গল্প করে সময় কাটাচ্ছেন। মোট তিনজন। সকলেই একডাকে শাহজাদির দাসী নামে পরিচিত।

রাত পোয়াতে ঢের বাকি। এখনো সুবহে সাদিক হয় নি।

মহিলা প্রহরীদের গল্পের বিষয় অনেক কিছু। যার যখন যা মনে পড়ছে,তাই রসিয়ে বলে আসর মাত করে রাখছে।

নিজেদের স্বামী-সংসার আর বাচ্চাকাচ্চার নানা কথা আওড়ানোর পর এখন গল্পের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে জাহাঁপনা, বেগম আর শাহজাদি জেবুন নিসার কথা।

মহিলা প্রহরীদের একজন ক্ষীণ স্বরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলছিল বেগম দিল আরাম বানুর কথা। কত অমায়িক মহতী নারী তিনি! তাঁর তুলনা হয়? এত শান-শওকত! অথচ নেই তাঁর কোনো অহমিকা। নেই আড়ম্বর। দাসীদের সাথে যখন কথা বলেন, তখন মনেই হয় না যে, তিনি নিজেকে সে-রকম কিছু ভাবেন। যেন সহকর্মী কিংবা একান্ত আপনজনের মতো।

www.pathagar.com

আরেক মহিলা বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন, 'আর জিল্লে সুবহানির কথা বলবে না? তিনিও কম কিসে?'

মোগলশাহি খান্দান থেকে যিনি হিন্দুস্তানের শাসনভার গ্রহণ করে তখ্‌তে তাউসে আসীন হন, তাঁকে জিনানাখানায় নাম ধরে কিছু বলা হয় না। তিনি আখ্যায়িত হন জিল্লে সুবহানি নামে। এর অর্থ খোদায়ি ছায়া। হিন্দুস্তানের বাদশাহর এই উপাধিমুলক পরিভাষাখানা পবিত্র হাদিসের। রাসুল সা. এর ভাষ্য,

... ওয়াস সুলতানু জিল্লুল্লাহ।
মান আকরামাহু
আকরামাহুল্লাহ।
ওয়া মান আহানাহু
আহানাহুল্লাহ্।

অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হলেন আল্লাহর ছায়া। যে-ব্যক্তি তাঁকে সম্মান দেবেন, আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করবেন। আর যে-ব্যক্তি তাঁকে অপমান করবেন, আল্লাহ্ তাঁকে অপমানিত করবেন।

রাতের এই গল্পের আসরে প্রহরী মহিলা জিল্লে সুবহানি বলতে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কথা বলেছেন। তাই তাঁর সহকর্মী নড়ে উঠে বললেন, 'আরে বাবা! সেকি আর বলে শেষ করা যাবে? জিল্লে সুবহানি তো ফেরেস্তার মতো মানুষ! লোকে কি আর এমনি এমনি জিন্দাপির বলে? হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করেছিস। জিনানাখানায় কোনো বেগানা নারী বা দাসী-বান্দি কেউ তাঁর সামনে যাওয়ার বিধান নেই কিন্তু। কথাটা খুব ভালো করে মনে রাখিস তোরা। সাবধান! এমন ভুল যেন কখনো না-হয়! তোরা এসেছিস চাকরিতে নতুন। তোর হয়তো মাস কয়েক হয়েছে। আর ওর চাকরির বয়স তো এক সপ্তাহও পূর্ণ হয় নি। দরবারের রীতি-রেওয়াজ সব তোদের জানা হয় নি।'

মহিলা প্রহরীরা বাদশাহ আওরঙ্গজেব কিংবা অন্য কোনো শাহজাদার সামনে যায় না ঠিক, কিন্তু না-গেলেও গোটা পরিবারের সকলের চলাফেরা, আচার-অভ্যেস অনেক কিছু তাঁদের জানা।

www.pathagar.com

আরেক মহিলা প্রহরী বললেন, 'জিল্লে সুবহানি এত বড় শানদার বাদশাহ! এই বিশাল হিন্দুস্তানের অধিপতি! অথচ জিনানাখানায় আসার পর শাহজাদি জেবুন নিসার জন্যে তাঁর কথাবার্তা ও কাজকর্ম থেকে তাঁকে সরল-সহজ শিশুর মতো মনে হয়।'

অপরজনের মন্তব্য,'শুধু জেবুন নিসাই না। জাহাঁপনা তাঁর সব সন্তানের বেলায়ই এরকম।'

ঃ আশ্চর্য লাগে না?

ঃ কী যে বলিস! আশ্চর্যের কি আছে? মা-বাবার মন বলে কথা না! তুমি-আমি কেমন ভেবে দেখেছ? গরিব-দুখী, বাদশাহ-আমির, সন্তানের জন্যে সবার মনই এরকম। যার যেমন সামর্থ্য, সে-অনুসারে তা প্রকাশ পায়। সামর্থ্য থাকলে যে প্রকাশ পায়, বলি শোনো তার এক কাহিনী। শুনবে?

ঃ হ্যাঁ, বলুন।

ঃ শাহজাদি জেবুন নিসা পবিত্র কুরআন হেফ্জ (মুখস্থ) করা সম্পন্ন করার পর জিল্লে সুবহানি কি করলেন শোনো। বিরাট এক মাহফিল আয়োজন করা হলো। বড় বড় আলেম, হাফেজ, ক্বারিসহ অনেক বুযুর্গ গুণীজন এলেন। আমির-ওমরা থেকে আরম্ভ করে বিশিষ্ট নাগরিক, বাদ রইলেন না কেউ। মাহফিলে শাহজাদিকে প্রদান করা হলো 'হাফেজে কুরআন' খেতাব। নিজের সন্তানের এই কৃতিত্বে জিল্লে সুবহানি খুব প্রীত হলেন। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। আর শাহজাদির ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উৎসাহ দিতে হাতে তুলে দিলেন সোনার টাকা (আশরাফি) উপহার। তা-ও পাঁচ-দশ টাকা নয়। বিরাট বড় এক টাকার গাঁটুরি। গোনায় পাক্কা তিরিশ হাজার। খেলাকথা না কিন্তু!' (প্রতিটি আশরাফির ওজন ১০ মাসা করে। ১ মাসা বর্তমানে প্রায় ১ গ্রাম ওজনের সমান।)

ঃ হুঁ। এত বড় আচানক কাণ্ড! খেলাকথা হয় কেমন করে! সওয়ারের ঘোড়া একটা কিনতে কয় টাকা লাগে? বড়জোর আট থেকে দশ টাকা। চিন্তা করেছ? এই পরিমাণ টাকা! কি লাগে আর শাহজাদির জীবনে!

www.pathagar.com

ঃ আরে না। যা ভাবছ তা না। শাহজাদি জেবুন নিসা বাপকা বেটি না? তিনি কি আর নিজের ভোগ-বিলাসের কথা চিন্তা করেন কখনো? এতগুলো টাকা হাতে পেয়ে একটা দামড়িও যদি নিজের কাছে রাখতেন ব্যক্তিগত সাধ-আহলাদ পূরণের জন্যে, তবু না-হয় একটা কথা ছিল। বাদশাহ বলো আর ফকির বলো, টাকার মহব্বত কার না-আছে দিলে? বলো। বরং বড়লোকদের দিলই তো অর্থ-সম্পদের জন্যে সবচেয়ে বেশি কাঙাল। ঠিক না? কিন্তু রহমদিল জেবুন নিসা সেইদিন টাকা পেয়ে স্মরণ করলেন গরিব-দুখী মানুষের কথা। তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে গরিব-দুখীর মাঝে বিলিয়ে দেওয়া শুরু করলেন তাঁর পুরষ্কারের টাকা। দিতে দিতে এমন দেওয়াই দিলেন, একটা কানাকড়িও হাতে রাখলেন না। সব বিলিয়ে দিয়ে দিলেন।

ঃ গরিবরা টাকা পেয়ে কি বলল?

ঃ বলবে আর কি! কী যে খুশি হয়েছিল তাঁদের অন্তর, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আবেগে অনেকের চোখ থেকে অঝোরে পানি পড়ছিল। কথা বলার আর ভাষা ছিল না কারো। সেইদিনকার সে-দৃশ্য আমি জীবন থাকতে ভুলতে পারব না। একটা প্রবাদ আছে না, বাপ কা বেটি-বাপ কা বেটা, সিপাই কা ঘোড়া, কুচ নেহি তো থোড়া থোড়া। আসলকথা সেইটেই আর কি! যেমন পিতা, তেমন তাঁর পুত্র-কন্যা। সৈনিক যে-রকম, তাঁর মতোই হয় তার ঘোড়াটাও। কম করে হলেও সে-রকমই হবে। বুঝলে না?

ঃ উনাদের মতো মানুষ যাঁরা জগতে, তাঁদের ছেলেমেয়ে এমন হবে না তো কার হবে? তোমার-আমার মতো কমবখ্‌ত লোকের হবে? সন্তান কিভাবে মানুষ করতে হয়, তা কি আমরা অতশত আর বুঝি? আমাদের বেগমের কথাই ধরি। হিন্দুস্তানের বাদশাহর অর্ধাঙ্গিনী তিনি। কত তাঁর লোক-লস্কর! কত তাঁর চাকর-নকর! কিন্তু সন্তানের বেলায়? দেখেছেন? শাহজাদি জেবুন নিসার লেখাপড়া, চলাফেরা সবকিছু সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি নিজে।

www.pathagar.com

জিনানাখানার অলিন্দে কথা বলতে বলতে এখন নীরব হয়ে গেছেন মহিলা প্রহরীরা। দীর্ঘ রাত অতিক্রান্ত হয়েছে। এতক্ষণ ধরে একজায়গায় বসে গল্পগুজব করতে করতে তাঁরা সাময়িক নিদ্রাতুর হয়ে পড়েছেন। একজন তো চোখ বুজে কিভাবে যে হারিয়ে গেছেন, তা বুঝি তিনি নিজেও টের পান নি। বসা অবস্থায় দীর্ঘশ্বাসে নাক ডাকছে তাঁর। আরেকজনের অবস্থাও বলতে গেলে আধো ঘুমন্ত। তৃতীয়জনের ঘুম আসে নি। নাম তাঁর হানিয়া।

নিদমহলের প্রহরীর চাকরিতে হানিয়া বয়ঃকনিষ্ঠা। সে এসেছে আজ কেবল ছয় দিন হলো। এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির সবকিছু তাঁর কাছে নতুন, অজানা, অচেনা।

সামান্য তন্দ্রাও নেই হানিয়ার চোখে। সহকর্মী দুজনে যখন নিদ্রাতুর হয়ে ঝিমুচ্ছে, হানিয়া তখন আলতো পায়ে নিরুদ্দিষ্ট পদচারণা করছে নিদমহলের অলিন্দে। কখন আজান হলে পর রাত শেষ হয়, সে-অপেক্ষায় সময় গুনছে। আর এদিক-ওদিক তাকিয়ে একাকী জোছনার আলো-মাখা জিনানাখানার রূপ উপভোগ করছে মজা করে।

গতকাল ছিল পূর্ণিমা। তাই আজকের নির্মল আকাশে জোছনা বড় প্রখর এবং একধরণের বেহেস্তি স্বপ্নাবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন যেন।

চাঁদটা ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। এখন হালকা একটা বাতাস বইতে শুরু করেছে। আল্লাহ তালার বিশেষ রহমতের বাতাস। সারাদিনের উষ্ণতার রেশ কেটে এখন হিমশীতল পুরো দুনিয়া।

জিনানাখানার সর্বত্র জোছনার আলো ঠিকরে পড়েছে। অসাধারণ লাগছে দেখতে।

শাহজাদির নিদমহলের পাশের বাগিচায় ফুলগাছের কোমল ডগা, নানা জাতীয় ফুল আর পত্র-পল্লব বাতাসে মৃদু দোল খাচ্ছে। সরোবরের পানিতে পড়েছে জোছনা ঝলসানো উজ্জল আকাশের প্রতিচ্ছায়া। এই ছায়ার পটভুমিকায় সরোবরের মর্মর পাথর-বাঁধানো অমল-ধবল ঘাটখানা যেন পানির দৃশ্যের সাথে মিশে একাকার হয়ে আছে।

কালো একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ধুকধুক করে উঠল হানিয়ার বুক, এ্যাঁ! ছায়া কিসের দেখা যায়? এই সুরক্ষিত এলাকায় নিশীথ রাতে কে আসবে এখানে? কেমন করে আসবে? জিন-পরী না তো?

শির শির-করা গায়ে নড়েচড়ে দাঁড়াল হানিয়া। তাকাল গভীর চোখে।

ছায়াটা বেশি দূরে না।

সরোবর-পাড়ের রাস্তার পাশে সুন্দর করে ডালপালা ছাঁটা কতগুলো সিস্তানি নাশপাতির গাছ। নিচ জায়গাটাতে আবছা অন্ধকার। পাশ দিয়ে বেঁকে চলে গিয়েছে দোতলার সিঁড়িতে যাওয়ার সরু রাস্তা। ওখান থেকেই ছায়াটা প্রচ্ছন্ন ধেয়ে আসছে মনে হচ্ছে।

অপলক চোখে তাকিয়ে রইল হানিয়া।

নাশপাতি-গাছগুলো পেরিয়ে আসার পর এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, খোদ বেগম দিল আরাম বানু আলতো পায়ে হেঁটে আসছেন। সাথে রয়েছেন হাফেজা মরিয়াম। মোগলশাহি দরবারের এক খ্যাতিমান নারীব্যক্তিত্ব। শাহজাদি জেবুন নিসার গৃহশিক্ষিকা। তাঁদেরই ছায়া ওটা। ঢলে-পড়া চাঁদের আলো তেরছাভাবে পতিত হচ্ছে। তাই তাঁদের ছায়াা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে দীর্ঘায়িত হয়ে উঠেছে। দেখতে লাগছে অদ্ভূত।

হানিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, কি ব্যাপার? এইসময়ে এমন অতর্কিত আগমন তাঁদের? না-জানি কি আছে আজ নসিবে!

হানিয়া তাঁর সহকর্মী দুজনকে ধাক্কা দিল। ইশারা করল আস্তে করে, 'ওই যে! দেখুন কে আসছেন!'

সহকর্মী মহিলা দুজন বোজা চোখ মেলে নরমভাবে তাকাল। কিন্তু ধড়মড় করে উঠল না বলে হানিয়া বিস্ময়বোধ করল মনে মনে। উদ্বেগাকুল গলায় আবার মৃদু স্বরে বলল, 'এইযে আপাগণ! বেগম আসছেন! দাঁড়িয়ে দেখুন, বেগম আসছেন! বেগম! সাথে আছেন আরো একজন। দেখুন উঠে।'

ঃ চুপ কর। নতুন এসেছিস বলে কিছুই তাল করতে পারিস না। কী এক উলঝলুল লাগিয়ে দিলি?

www.pathagar.com

হানিয়া চুপ করে রইল।

ঃ আজ কি বার? বৃহস্পতি না? বেগম সম্ভবত রাতভর ইবাদতে ছিলেন। হাফেজা মারিয়ামও ছিলেন হয়তো একই সাথে। এই মহিলা কিন্তু অনেক বড় বিদ্যাবতী। জেনে রেখো। বেগম খুব মূল্যায়ণ করেন তাঁকে। বেগম সাধারণত শেষ-রাতেই শয্যা ত্যাগ করেন। মগ্ন হন নামাজ-বন্দেগিতে। কোনো কোনো সময় গণ্যমান্য মহিলারাও থাকেন সাথে। তখন জাগ্রত থাকেন তাঁরা সারারাত। বৃহস্পতিবার রাতেই সাধারণত এরকম আয়োজন করতে দেখা যায়। আবার সব সপ্তাহেই যে হবে, সেটাও নিশ্চিত না। এখন তিনি সুবহে সাদিকের রহমতের বাতাসে খানিক পায়চারী করার ইচ্ছে পোষণ করেছেন মনে হয়। ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে শাহজাদির কামরায়ও ঢুঁ মারতে পারেন। বলা যায় না।

বেগম নিদমহলের এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে উঠলেন এসে অলিন্দে। পিছু পিছু আসছেন হাফেজা মারিয়াম। একজনেরও পায়ের আওয়াজ নেই।

বড় দরোজার কপাট সরিয়ে ঢুকলেন গিয়ে শাহজাদির কামরায়। পেছনে রেওয়াজ মাফিক সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে রইল মহিলা প্রহরীরা। হানিয়া এবং অপর দুজন।

রাতের বেলা ঘুমন্ত শাহজাদির কামরায় ঢুকে বেশ রোমাঞ্চ বোধ করল হানিয়া। এপর্যন্ত সে ভেতরে আসে নি কখনো। আসার প্রয়োজন হয় নি।

কামরাখানা অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো। প্রশস্ত। পশ্চিমে দেয়ালের দিকে ঝোলানো ঝাড়বাতিটা বিকিরণ করছে খুব হালকা এক মিষ্টি আলো। আলো সামান্য হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত। শাহজাদির পালঙ্কখানা পাতা আছে কামরার ঠিক মাঝখানে। গাঢ় একটা পর্দার আড়ালে। কালো রঙের সে-পর্দাখানা নিপুণ হাতে টানানো। তাতে আবার সোনালি হস্তাক্ষরে আরবি না পারসি ভাষায় কি জানি লেখা। গালিচার ওপরে ঝাড়বাতির আলো যায় না। আবছা অন্ধকার-ঢাকা। আলো গেলে শাহজাদির ঘুমে ব্যাঘাত হবে। দূরে হাতির দাঁতের একখানা তেপায়া। এর ওপর চেরাগদানি। তাতে বসানো আছে দামি একখানা চেরাগ। কাজকর্মের সময় প্রখর আলোর

www.pathagar.com

জন্যে এটা জ্বালানো হয়। আরেকদিকে দেখা যাচ্ছে কাঠের তৈরি মেঝের ওপর বই-পুস্তক,কলমদানি, দোওয়াত আর কয়েকখানা কলম। পাশে তাকিয়াসহ বসার স্থান।

মন মাতানো এক সুগন্ধিতে মোহিত হয়ে আছে চারদিক। তাতে মেশানো আছে যেন শাহজাদির অস্তিত্বের পরশ।

নকশি-করা মখমলের পালঙ্কপোশ বিছানো তুলতুলে গালিচা। তাতে গা এলিয়ে চিত অবস্থায় ঘুমিয়ে আছেন মোগল সুন্দরী শাহজাদি জেবুন নিসা। যেন গালিচার ওপর মানুষ না, ফুল ফুটে আছে। দু পাশে দু টি কোলবালিশ। একটির ওপর বাম পা খানা হেলান দেওয়া। মাথাখানা কাত করে পাশ ফেরানো। পূর্ণিমার চাঁদের মতো লাগছে চেহারা। ঝাড়বাতির হরিদ্রা আলোতে সোনার বরণ শরীর এত উজ্জল দেখাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে চামড়ার নিচ থেকে চুঁইয়ে আভা বেরুচ্ছে। গায়ে ধবধবে সাদা রঙের একখানা জামা। বেশ খাটো এবং ঝোলা ধরণের। বুক-কাটা। শাহজাদি বাইরে গেলে সবসময় হিজাব পরিধান করে থাকেন। মুখমন্ডলের সামান্য অংশ আর হাত-পা ব্যতীত শরীরের মোহনীয় অংশ কস্মিনকালেও জনসম্মুখে উন্মুক্ত রাখেন না। ফলে কি ধরণের জামা-কামিজ পরেন, তা বোঝা যায় না। তবে জিনানাখানায় আটপৌরে ব্যবহারে যে-জামা পরেন, তা-ও এত খাটো থাকে না। বরং হয়ে থাকে কনুই না-হয় কব্জি পর্যন্ত লম্বা। তাহলে এখন যে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে! সম্ভবত রাতের বেলা ঘুমোনোর সময় এরকম কাপড়ই পরে থাকেন তিনি। সে-কারণেই মনে হয় দিনের বেলা সালোয়ার পরতে দেখা গেলেও এখন রয়েছে পরনে একখানা সায়া। টুকটুকে লাল রঙের। জগতে শাহানশাহি আভিজাত্য যে কত রকমের হয়!

গভীর নিদ্রায় অচেতন শাহজাদির কাপড়-চোপড় সামান্য এলোমেলো হয়ে আছে। শরীরের যথাস্থানে নেই দেখা যাচ্ছে কিছুটা। এই এলোমেলো কাপড়েও ঘুমন্ত রূপবতীকে অসুন্দর লাগছে না। বরং অবতারণা ঘটেছে তাতে ভিন্ন আরেক মোহনীয় সৌন্দর্যের। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কোনো বেগানা পুরুষ তা দেখলে বেতাল হবে নির্ঘাত। কিন্তু না। পুরুষজাতের কোনো মনুষ্য এই স্থান পর্যন্ত আসার কোনো অবকাশই তো নেই। কেমন

www.pathagar.com

করে আসবে? হোক সে শাহজাদা-আমিরজাদা যে কেউ। হ্যাঁ, একজনের কেবল আছে। যে-সে জনের নেই। যার আছে, তাঁর বেলায় কেবল অবকাশ নয় অংশীদারিমুলক অধিকার বলতে হবে। কিন্তু সেই সে ভাগ্যবান যুবক যে কে হবেন, আবির্ভূত হবেন জেবুন নিসার জীবনসঙ্গী হিসেবে, তা তো এখনো জানা যায় নি।

কামরার ভেতর দাঁড়িয়ে বেগম সবকিছুর ওপর বেশ সময় নজর বুলালেন।

সহকর্মী দু জনের পাশে হানিয়া চুপ করে আছে। সে তাজ্জব-লাগা চোখে শুধু দেখছে।

বেগম আলগোছে কয়েক কদম সরে এলেন শাহজাদির গালিচার দিকে। নজর দিলেন শাহজাদির গুলদস্তার ওপর। প্রত্যেক রাতে শাহজাদি ঘুমোনোর সময় টাটকা জুঁই ও চাপাফুল এনে রাখা হয় তাঁর শিয়রের কাছে। ফুলের সুবাস যাতে ঘুমন্ত শাহজাদির মন-মস্তিষ্ক আমোদিত রাখে। যে-ফুলদানিতে ফুল এনে রাখা হয়, সেটার নাম গুলদস্তা।

বেগম বার বার মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন, গুলদস্তার হাল-হকিকত কেমন। ঠিকঠাক মতো ফুল দেওয়া হয় কি না। তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে চলে এলেন আস্তে করে। এবারও কোনো পায়ের আওয়াজ হলো না।

হাঁটতে হাঁটতে অলিন্দের পশ্চিম মাথায় বাগিচার কিনারায় এসে দাঁড়ালেন। হাফেজা মারিয়ামের সাথে স্পষ্ট আওয়াজে কথা বলতে লাগলেন। এখানে কথা বললে আওয়াজ শাহজাদির কামরার ভেতর পৌছবে না।

অদূরে সটান দাঁড়িয়ে আছে মহিলা প্রহরী তিনজন।

হানিয়ার দিকে তাকিয়ে বেগম মৃদু স্বরে বললেন, 'এ্যাই! নতুন কে এসেছে? তুমি না?'

হানিয়া দু হাত কচলে আমতা আমতা করে বলল, 'জি। আমি।'

ঃ কাছে এসো।

হানিয়া লাজনম্র পায়ে ধীরে ধীরে কাছে এল।

www.pathagar.com

ঃ কি নাম তোমার?

ঃ হানিয়া।

ঃ নামাজ-কালাম ঠিকমতো পড়ো?

হানিয়া বিনয়ের সাথে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

ঃ বাড়ি জানি কোথায়?

ঃ বুরহানপুরে।

ঃ বাহ! বেশ প্রসিদ্ধ এলাকার মেয়ে তুমি। তোমাদের ওখানে অনেক বিদেশি বেনিয়া থাকে। সুন্দর সুন্দর কাপড় বোনে। জানো সেটা?

ঃ জানি বেগম মুহতারামা!

ঃ ওখানে এক নদী আছে বড় বড় পাথরে ভর্তি।

ঃ হ্যাঁ, আছে। নর্মদা নদী।

ঃ হানদিয়া শহর তো এনদীর তীরেই। ঠিক না? একবার মুক্ত হাওয়া উপভোগ করার জন্য ওই এলাকায় গিয়েছিলাম আমরা। হানদিয়া তোমাদের বুরহানপুর থেকে কত দূরে বলতে পারো?

ঃ কাছেই । মাত্র পাঁচ দিনের পথ।

ঃ ওখানে এক কৃষকের তেরো বছরের মেয়ে সাত মাসে কুরআন হেফ্জ করেছে। শুনেছ?

ঃ হ্যাঁ, শুনেছি। তবে বাড়ি তাঁর হানদিয়া নয়। বুরহানপুর। তাঁর বাবা ইতালি দেশের এক বেনিয়া।

ঃ ইতালি দেশের বেনিয়া? বলো কি? ওরা খ্রিষ্টান না জাতে? তাহলে কুরআন হেফ্জ করায় কেমন করে? তুমি সবকিছু জেনে-শুনে বলছ তো? নাকি?

ঃ হ্যাঁ, জেনে-শুনে বলছি। ওই মেয়ের বাবা গত বছর সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ঃ ও আচ্ছা। তাহলে তো ঠিক আছে। খুব ভালো লাগল তোমার সাথে কথা বলে। চমৎকার মেয়ে তুমি।

হানিয়া এক হাত দিয়ে আরেক হাত হালকাভাবে কচলাচ্ছে। আর মাটির দিকে তাকিয়ে নম্রতার সাথে নিঃশব্দ হাসছে। বেগম আবার

www.pathagar.com

বললেন, 'মেয়েটাকে আসলে একনজর দেখা দরকার ছিল। তাঁকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছে। কেমন সে দেখতে? তুমি দেখেছ? পুরস্কৃত করব আমি ওকে।'

ঃ হ্যাঁ, দেখেছি। মিষ্টি মেয়ে। নামাজ-বন্দেগিতে খুব ঝোঁক। তা দেখে ওর বাবা আহ্লাদ করে বলে, মেয়ে নাকি তাঁর মায়ের পেট থেকেই আল্লাহ্‌র ইবাদতের রূহানি শিক্ষা পেয়ে এসেছে।

বেগম খানিক আনমনা হয়ে চুপ করে রইলেন। কি জানি গভীরভাবে ভাবলেন কিছু সময়। তারপর বললেন, 'এই! শোনো। ওকে আমি আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পুরস্কৃত করতে চাই। সে-জন্যে ওর মা-বাবাকে খবর দেওয়া প্রয়োজন। দিতে পারবে তুমি খবরটা?'

ঃ হ্যাঁ, পারব আমি।

ঃ তোমাদের বাসস্থান থেকে কত দূরে থাকে ওরা?

ঃ দূরে না বেশি। কাছেই। দু থেকে বড়জোর তিন ডাকের পথ হবে। ওখানে নদীর কিনারায় ঘরবাড়ি বানিয়ে বাস করে অনেকগুলো বেনিয়া পরিরবার। আর্মেনিয়া দেশের অনেক পরিবারও আছে। তাঁদের ভাষা আবার অন্যরকম। যা ইতালি দেশের লোকেরা বুঝতে পারে না। আর আমরা বুঝি না ওদের কারো ভাষাই। সব শুনতে একই রকম লাগে। পাখিদের কিচিরমিচিরের মতো।

ঃ যাক। ওই মেয়ের কি নাম? জানো?

ঃ আগে ছিল মেরি কার্লকুনি। বর্তমানে তাঁর বাবা পছন্দ করে নাম রেখেছে ফাতিমা জমানি।

ঃ ওহ! সুন্দর নাম। আমাদের গুজরাটের সুবেদার সাইফ খান (মুহাম্মদ সফি) আহমদাবাদে আর্ক দূর্গের সামনে যে আজিমুশ্বান মাদরাসাখানা স্থাপন করেছেন, সেখানে মাদরাসায়ে বানাত (মহিলা মাদরাসা) প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা চলছে। ফাতিমা জমানিকে আমি নিজ খরচে ওখানে পড়ালেখা করাতে আগ্রহী। সে-জন্যে ওর মা-বাবাকে খবর দেওয়ার কাজটা তুমি করে দাও। আর তোমার কথা থেকে যেটা বুঝতে

www.pathagar.com

পারলাম, তোমাদের বুরহানপুরে ইতালি দেশের আরো লোকজন বসবাস করে অনেক। তাই না?

ঃ জি হ্যাঁ।

ঃ আচ্ছা শোনো। ইতালি দেশে এক মেয়ে লেখাপড়া করে খুব নামধাম করেছে। মেয়েটার নাম এলিনা। তাঁর সম্পর্কে জানার জন্যে আমার ইতালি দেশের লোকের দরকার। বুরহানপুরের শাহি সুবেদারকে এজন্যে বলে দিলেই হতো। শুনলে তিনি তাঁর লোক-লস্কর নিয়ে আটঘাট বেঁধে খোঁজাখুঁজিতে নামতেন এবং বের করে নিয়ে আসতেন সকল খবর। কিন্তু সেটা যে হবে না। কারণ রাষ্ট্রের পদস্থ লোকদের যে-কোনো ব্যক্তিগত অভিলাষ পূরণের কাজে ব্যবহারের বিষয়টি জিল্লে সুবহানি অনুমোদন করবেন না। ইসলামে সেটা নিষেধ আছে। তোমরা জিনানাখানার কর্মচারীরা রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মচারীদের কেউ নও। তুমি আমাকে কতটুকু সহযোগিতা করতে পারো বলো তো শুনি।

ঃ পারব। কিন্তু ওদের ভাষা বোঝা যে কঠিন। ওদের কিছু লোক আছে যাঁরা পুরনো, দীর্ঘদিন ধরে বুরহানপুর থাকে। তাঁরা কিছু কিছু পারসি,উর্দু এবং হিন্দি বলতে পারে।

হাফেজা মারিয়াম এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। পোখরাজ ও ইয়াকুত পাথরের তৈরি তসবিহমালা তাঁর এক হাতে। পাথরগুলো ঝিকমিক করে এবং আলো ছড়ায়। তিনি নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে তসবিহ পাঠ করছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন। বললেন, 'অসুবিধে নেই। প্রয়োজনে ইতালিয়ান ভাষা-জানা লোকের ব্যবস্থা করা যাবে।'

কথা বলতে বলতে কানে এল আল্লাহু আকবার ধ্বনি। মুয়াজ্জিন আযান শুরু করেছেন। ফজর ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেছে। বেগম ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁর ইবাদতখানার দিকে রওয়ানা দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'ঠিক আছে। তোমার সাথে আরো কথা হবে। এখন যাও তোমরা। শাহজাদিকে সুন্দর করে ডেকে তোলো। অজু করে নামাজ আদায় করো গিয়ে।'

কয়েক কদম হেঁটেই থমকে দাঁড়ালেন বেগম। মুখ ফিরিয়ে বললেন, ' আর শোনো। নামাজ আদায়ের জন্যে সবসময় আউয়াল ওয়াক্তে (সময়

www.pathagar.com

শুরু হওয়ার সাথে সাথে) জায়নামাজে গিয়ে হাজির হতে কারো যেন গাফিলতি না-হয়। সাবধান কইলাম।'

বেগম আর হাফেজা মারিয়াম দ্রুত পায়ে ছুটে চলেছেন। হানিয়া তাকিয়ে আছে তাঁদের পিছু পিছু। মনে তাঁর অপার বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা।

হানিয়ার দু সহকর্মীর একজন চলে গেল নামাজের জন্যে শাহজাদিকে জাগাতে।

হানিয়া এবং অপরজন রওয়ানা দিল সরোবরের শান-বাঁধানো ঘাটের পথে অজু করার উদ্দেশ্যে।

ঘাটে দাঁড়িয়ে হানিয়া নিশ্চল তাকিয়ে আছে।

নিচে ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সহকর্মী হানিয়াকে ডাকতে গিয়ে ঠাট্টা করল, 'কি গো রসিকা নাগরী! তিনদিন হলো না এসেই দেখি খোদ বেগম মুহতারামার নজর কেড়ে নিলে! এখন কি ভাবছ দাঁড়িয়ে একা? অজু লাগবে বুঝি?'

হানিয়া ধ্যান-ভঙ্গের মতো চমকে উঠল। তারপর চটপট হেঁটে এসে মাথায় হাত দিয়ে ঝপ করে বসে পড়ল ঘাটের পাদপীঠের ওপর। বিস্ময়াপন্ন কৌতুহলে বদলে গিয়েছে তাঁর চেহারার ভাবভঙ্গি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমার মতো আদনা এক দাসীর সাথে উনি কত দীর্ঘ সময় কথা বললেন! ধন্য আমার শাহিদরবারের চাকরি! ধন্য আমার জীবন!.....'

জিনানাখানার ভেতরের দাসী-চাকরানীদের সাথে বেগম-শাহজাদিদের সম্পর্ক এরকমই। একান্ত ঘনিষ্ঠজনের মতো। আমাদের এই বেগম আল্লাহওলা মানুষ তো। তিনি কখনো মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করেন না। সবার সাথেই তাঁর এমন অমায়িক আচরণ। অজু করো। সময় নেই।

হানিয়া এক হাত পানিতে দিয়ে থমকে আছে। তাকিয়ে আছে নীরব জোছনা-ঝলসানো ঢেউয়ের দিকে। ভেতরে তোলাপাড় হচ্ছে বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা। জানতে চাইল,'আচ্ছা আপা! আমাদের বেগম মুহতারামা কি ইতালি দেশের ওই মেয়েকে খুঁজে এনেও পুরস্কৃত করবেন?'

www.pathagar.com

ঃ কেন?

ঃ কেন বলছি? ইতালি দেশের মানুষরা তো জানি জাতে খ্রিষ্টান। তাহলে খ্রিষ্টান মেয়ে ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হবে ইতালি থেকে সুদূর হিন্দুস্তান এসে?

ঃ আরে দুর পাগলী! কী যে ভাবিস না তুই? তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানবেন। এইটেই। যার যেটা নেশা আর কি। উনাদের নেশা আদুরে ললনা জেবুন নিসাকে নিয়ে। অনেক বড় জ্ঞান-সাধিকা বানাবেন। আমলদার-পরহেজগার বানাবেন। এইসব। সে-জন্যে আদর্শ মেয়ের কথা, জ্ঞান-সাধনার কোনো মেয়ের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের কথা উনাদের কানে গেলেই হলো। উৎসাহের সাথে জানতে চাইবেন। খোঁজ নেবেন নানাকিছু। এতে তাঁরা আনন্দ পান। প্রেরণা পান। এটা নতুন কিছু না। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ঃ এরকম কেন?

ঃ আমাদের দেশের কৃষকরা কি করে , অন্যের চাষাবাদের অবস্থা জানতে আগ্রহবোধ করে। কিন্তু চাষাবাদের খবর নিয়ে আবার জেলেদের মাথাব্যথা নেই। মাছ ধরার কথাবার্তা হলে আছে। তখন মুখিয়ে থাকে শুনতে। বাদশাহ্ -আমির বলো আর তোমার-আমার মতো নাচিজ অভাগা মানুষ বলো, দুনিয়ার সবাই এমন।

অজু শেষ করে ওরা নামাজখানার দিকে চলে গেল।

শাহজাদির নিদমহলে রাত্রিকালীন প্রহরীদের দায়িত্ব পালনের সময় শেষ। ফজর নামাজের পর থেকে শুরু হয় নতুন পালা। দায়িত্ব নতুন পালার মহিলাদের বুঝিয়ে দিয়ে হানিয়া এবং তার সহকর্মী সবাই রওয়ানা হলো নিজ নিজ বাসস্থানের দিকে।

গত রাতের অভিজ্ঞতাপূর্ণ এই ধারনা থেকে ধীমান নারী হানিয়া আলোড়িত, জগতে মানবিক মৌলিক বৈশিষ্ট্য সব মানুষের একই রকম। আল্লাহওলারাই প্রকৃত মানুষ।

www.pathagar.com

দিন বদলে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশ ও জাতি কারো চিরদিন একরকম যায় না। এই বুঝি খোদাপাকের লীলা।

পশ্চাৎপদ ইউরোপীয় সমাজ পর্যন্ত আজকাল জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছে। তাঁরা মনোযোগী হয়ে উঠছে লেখাপড়ার প্রতি। যা আশার কথাই বইকি! নারী-শিক্ষাবিরোধী মনোভাবও তাঁদের ক্রমশ দুর হতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

ইউরোপীয় একটা মেয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। মেয়েটার নাম এলিনা পিসকোপিয়া। মা-বাবার চেষ্টায় সে অল্প বয়সে রপ্ত করেছে অনেক জ্ঞান। যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস– আরো অনেক বিষয়। বেশ কয়েকটা ভাষাও নাকি তার ইতিমধ্যে শেখা হয়ে গেছে। ল্যাটিন, গ্রিক,স্প্যানিস, ফরাসি, হিব্রু এবং আরবিতে সে কথা বলতে পারে। অনুবাদ করতে পারে। তাছাড়া গণিতশাস্ত্রেও তাঁর বেজায় দখল। স্থানীয় এক পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হয়েছিল গৃহশিক্ষক। এভাবেই শুরু শিক্ষাজীবনের । তখন সে শিখত শুধু ল্যাটিন আর গ্রিক ভাষা।

দিনে দিনে তাঁর বিদ্যার্জনের মাত্রা উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকে। ছড়াতে থাকে তাঁর নাম। এখন তো ইতালি, ভেনিস আর অষ্ট্রো-হাঙেরির সর্বত্র এইমেয়ের কথা রাজ-রাজড়াদের মুখ থেকে পড়ে না। অবশ্য কেউ কেউ অন্য দৃষ্টিতেও দেখেন। লালিত অন্ধ বিশ্বাসের কারণে নাক সিঁটকান।

কথা হলো, এলিনা কী আর এমন বাপের মেয়ে? বলতে গেলে এক সাধারণ ঘরের সন্তানই সে।

এলিনার বাবা ইতালির রাজার দরবারের একজন পদস্থ কর্মচারী মাত্র। নাম তাঁর করোনারো পিসকোপিয়া। 'পিসকোপিয়া'টা তাঁদের বংশগত উপাধি।

বয়সের দিক থেকে এই মেয়ে জেবুন নিসার বেশ ছোটো। ছয়-সাত বছরের ব্যবধান। জেবুন নিসার জন্ম ইসায়ি ১৬৩৯ সনে। আর এলিনার জন্ম হয়েছে ১৬৪৬ ইসায়ি সনে ।

www.pathagar.com

সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে এলিনার তারিফ। ইউরোপের স্থানীয় খ্রিষ্টান মোড়লরা নাকি আগামীতে এলিনাকে ডক্টরের ডিগ্রি দেওয়ার চিন্তা-ভাবনাও করছেন। সত্যি তাজ্জবের ব্যাপার না? যে-সমাজে মেয়ে-মানুষ দূরের কথা পুরুষরাই পারে না জ্ঞানার্জন করতে। সাফ নিষেধ। সেখানে সাধারণ পরিবারের এক মেয়ের এত তেলেসমাতি! রাজ-রাজড়া কারো মেয়ে হলে না-হয় একটা কথা ছিল। কারণ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তাঁকে সহজে ছুঁতে পারে না। কিংবা মেয়েটি মুসলমান সমাজের কেউ হলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকত না। কেননা মুসলমান সমাজে নর-নারী প্রত্যেকের জন্যে জ্ঞানার্জন অবশ্য কর্তব্য। মুসলমানরা যাকে বলেন ফরজ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের খ্রিষ্টান সমাজে এই মেয়ে কেমন করে এপথে এসে এমন চমক সৃষ্টি করল? তাঁকে আবার ভবিষ্যতে ডিগ্রিও প্রদান করার কথা ভাবা হচ্ছে!

ডিগ্রি প্রদানের নিয়ম প্রথম চালু হয় মুসলমান সমাজে। বাগদাদে। তা-ও হয়ে গেছে বেশ কয়েক শ বছর। এটা শুরু হয় ইসায়ি নবম শতক থেকে। ইসলামি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করে কেউ শীর্ষ মার্গে পৌঁছে গেলে তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা হতো। এখন এলিনাকে এই রকম করে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি প্রদান করলে সে নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান জগতের প্রথম উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি অর্জনকারী নারীর মর্যাদা লাভ করবে ।

অন্যের সাথে শাহজাদি জেবুন নিসার তুলনার দরকার পড়ে না।

জেবুন নিসা লেখাপড়া করে দিনে দিনে উচ্চ শিক্ষিতা হয়ে উঠেছেন। মহামতি বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের একান্ত ইচ্ছে, মেয়েকে আরো পড়ালেখা করাবেন। জগদ্বিখ্যাত বিদ্যানিধি বানাবেন। এর জন্যে যা কিছু লাগে, সব করবেন। জগৎ-সংসারে উপযুক্ত বাবার ঘরে এমন জন্মগত মেধাবী মেয়ে হয় ক জন?

পুনশ্চ : পরবর্তী ইসায়ি ১৬৭৮ সনের ২৫ জুন এলিনাকে ঠিকই ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য-সমাজে এলিনা পিসকোপিয়া হলেন বিশ্বের ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) অর্জনকারী প্রথম মহিলা।

www.pathagar.com

রোদ ঝলমলে এক সুন্দর সকাল।

ইসপাহানের শাহিমহলে সকালবেলার খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে সবেমাত্র।

আজ পবিত্র জুমাবার। মহামান্য শাহ মহোদয় তাঁর দরবারি কাজকর্ম নিয়ে মহিমান্বিত তখতে আসীন হবেন না। তাই ফজর নামাজের পর আমির-ওমরা কিংবা উজির-নাজির কেউই আসেন নি দরবারে হাজিরা দিতে। চেহেল সতুন আজ নীরব-নিস্তব্ধ। লোকজনের আনাগোনা নেই। নেই কোনো কোলাহল।

ইস্পাহান প্রাসাদে বীরত্বের প্রতীক সিংহ দুটো সোনার শেকলে বাঁধা অবস্থায় শরিয়তি দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল। প্রাসাদ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত সেনাছাউনির ফটকটা শরিয়তি দরোজা নামে অভিহিত। আজ সিংহ দুটোর মনেও যেন ছুটির দিনের আমেজ। চোখেমুখে ঝিমুনি। পাশে দৈত্যের মতো বিশালদেহী প্রহরী কয়েকজন শিরস্ত্রাণ পরে বর্শা হাতে দাঁড়ানো। তাঁরাও ভাবলেশহীন। সব মিলিয়ে গম্ভীর আবহ আজ সবখানে।

চেহেল সতুন হচ্ছে ইস্পাহান দরবারের সদর-দপ্তর। এখানেই স্থাপিত আছে মহামান্য শাহানশাহে ইস্পাহানের মহিমান্বিত তখত বা সিংহাসনখানা।

পারসি চেহেল মানে চল্লিশ। আর সতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে স্তম্ভ বা পিলার। অসাধারণ নির্মাণশৈলীর চল্লিশখানা পিলারের ওপর স্থাপিত চেহেল সতুন। এ-এক আজব ফ্যাশনের ইমারত। একে একনজর দেখে কৌতুহল নিবারণ করতে নানা দেশের বাদশাহ-উজির যাঁরাই আসেন, কেউই বিস্মিত না-হয়ে পারেন না। এর দেয়ালে কাঠ আর কাঁচের যে আশ্চর্য ধরণের কারুকাজ আছে, শুধু তা দেখতে গেলেই একাদিনে শেষ করা যায় না।

www.pathagar.com

চেহেল সতুনের দক্ষিণ অলিন্দের মেঝেতে পাতানো বিরাট একটা শতরঞ্জি। সেখানে এই সাতসকালে জড়ো হয়ে বসে আছেন বেশ কয়েকজন উজির, ফৌজদার, সুবেদার, বকশি এবং দেওয়ান। আছেন অগ্রজ শাহজাদা কয়েকজন। জমজমাট এক মজলিস। সর্বশেষ এসে শামিল হয়েছেন শাহজাদা খুররম। তিনি আনমনা হয়ে বসে আছেন সবার পেছনে।

মজলিসে বসে শুনছেন তাঁরা ভিনদেশের কথকতা।

শাহজাদা বিশেষ কয়েকজনের প্রতি অন্দরমহল থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই মজলিসে এসে শরিক হতে। কারণ আগামী দিনে তাঁরাই হবেন ইস্পাহান দরবারের হর্তাকর্তা সব। কেউ হবেন শাহ, কেউ উজির। তাঁরা উপস্থিত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়রূপে বিবেচনা করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, কুরআন তেলাওয়াত শেষ করে স্বয়ং শাহ মহোদয়ও এসে শামিল হবেন।

বিজ্ঞ উজির ইকরামুদ্দৌলা পারেসি শাহানশাহি এক হুকুম মোতাবেক গমন করেছিলেন বুখারা নগরী। সুলতান আবদুল আজিজের দরবারে। ফিরেছেন গতকাল। আজ দরবারে এসে তাঁর এবারের সফরের নানা অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা দিচ্ছেন।

ইস্পাহান দরবারের রেওয়াজ অনুযায়ী শাহি মেহমান হয়ে কেউ কোনো দূরদেশে গেলে ফিরে এসে পরদিন তাঁকে সকলকে শোনাতে হয় কি কি দেখলেন। কি বুঝলেন। অভিজ্ঞতা তাঁর কি কি হলো।

উজির পারেসি জাঁকিয়ে তুলেছেন আলোচনা। একে তো না-দেখা দেশের অজানা কথা, সেই সাথে অনুসন্ধানী পারেসির সুন্দর বিশ্লেষণ- সকলে শুনছেন তন্ময় হয়ে। তিনি কিভাবে এবং কতদিনে পৌঁছলেন গিয়ে বুখারা নগরী আর সেখানকার সুলতান আবদুল আজিজ কিভাবে অভ্যর্থনা জানালেন, সেসব কথা বলা শেষ। শুরু করলেন বুখারা নগরীর কথা।

ইমাম বুখারির স্মৃতিধন্য বুখারা। সত্যি এক আজব নগরী! দেশ শাসন করছেন জানি বংশের কীর্তিমান মুসলমানরা। রাজধানী বুখারাকে বিশ্বের এক আদর্শ নগরীরূপে গড়ে তুলতে আন্তরিকতার অভাব নেই তাঁদের।

www.pathagar.com

এই ষোলো শতকের শুরু থেকে তাঁরা হাল ধরেছেন বুখারার। তাঁদের আগে দীর্ঘকাল শায়বানি বংশের বিভিন্ন খোদাভীরু মনীষী একের পর এক পালন করেছেন বুখারা শাসনের দায়িত্ব। শায়বানিদের আগে ছিলেন সাসানি বংশের মুসলমানরা।

নগরীর সড়কগুলো পাকা। তবে বেশ আঁকাবাঁকা। সারা শহরে আছে অসংখ্য সুদৃশ্য ইমারত। পুরো শহরটা খুব ছিমছাম এবং মনোরম। কয়েকশ বছর আগের অনেক ইমারত এই সতেরো শতকে এসেও সম্পূর্ণ অক্ষত এবং অটুট অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

একদিনের পথ দূর থেকেই চোখে পড়ে নগরীর বড় বড় মাদরাসা ও মসজিদের সুউঁচ্চ মিনারগুলো। তখন চিত্তাকর্ষক এক অনুভূতি জাগে মনে। সবার আগে যে মিনারটি চোখে পড়েছিল, কাছে যাওয়ার পর দেখলাম, সেটি বিখ্যাত মির-ই-আরব মাদরাসা। প্রায় দেড়শ বছর আগে অর্থাৎ ১৫৩০ থেকে ১৫৩৬ সময়কালে ইয়ামনের শায়খ আবদুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেন এই বিদ্যাপীঠ। বিরাট কাণ্ডকারখানা।

বুখারার কেন্দ্রস্থলে আছে এশিয়ার প্রাচীন ও বৃহৎ মাদরাসাখানি। যা আমির উলুগ বেগের ১৪১৭ ইসায়ি সনের অমর কীর্তি। আর কলেবরের দিক থেকে এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে কোকলতাশ মাদরাসা। এটি ১৫৬৮-৬৯ সনে নির্মিত। ঘর থেকে শহরে বের হলে যখন দেখা যায় ফুলের পাপড়ির মতো শিক্ষার্থীরা ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলাফেরা করছে, তখন সে-দৃশ্য বড় ভালো লাগে দেখতে। মন জুড়িয়ে যায় তাঁদের সাথে কথা বললে। হিন্দুস্তান ও পারস্য থেকে শুরু করে পবিত্র আরব অঞ্চল এমনকি সুদূর আন্দালোসিয়া (স্পেন) দেশের অগণিত ছাত্র পড়াশোনা করছে সেখানে। কুরআন, হাদিস, উসুল, ফিকাহ, রসায়ন, পদার্থ, গণিত, চিকিৎসা - অনেক বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্যে এসেছে তাঁরা।

সচরাচর যেটা শোনা যায়, সুলতান আবদুল আজিজের বুখারা নগরীতে জনসংখ্যা আড়াই লাখ আর মাদরাসার সংখ্যা আড়াই শ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তার চেয়েও উন্নত। কারণ শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা আড়াই শ

www.pathagar.com

কেন, অনেক বেশি হবে মনে হয়। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় তাঁরা বিশ্বজোড়া খ্যাতি কি আর এমনিতেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে?

এপর্যন্ত বলে উজির পারেসি আনমনা হয়ে তাকিয়ে রইলেন নির্বাক। মনে হচ্ছে তিনি খানিক দম নিচ্ছেন। কিন্তু না, আসলে কথা বলতে বলতে এবার মনোজাগতিকভাবে চলে গেছেন অকুস্থলে। ঘুরে দেখা সেই আজব নগরী।

মুখ খুললেন। কথার মধ্যে তাঁর উচ্ছ্বাস বেড়ে উঠেছে, 'এত মুগ্ধ হয়েছি অতীতের সেই সাসানি বংশীয় শাসনামলের প্রতিষ্ঠিত বিশাল পুস্তকাগারখানা পরিদর্শন করে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। অসাধারণ সব কিতাবাদির পরিমাণ দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পয়তাল্লিশ হাজারের ওপরে। আমার তখন মনে পড়ে গেল আমাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিকপাল ইবনে সিনার কথা। আসবাবপত্রগুলো বার বার খুঁটিয়ে অবলোকন করে শুধু শিহরিত হচ্ছিলাম। কারণ কীর্তিমান পুরুষ এই পুস্তকাগারে বসেই জ্ঞান-গবেষণা করে জগৎ কাঁপিয়ে তুলেছিলেন।'

আবার থমকে গেলেন পারেসি।

এক শাহজাদা জানতে চাইলেন, 'আর কি কি অসাধারণ জিনিস দেখলেন?'

পারেসি বললেন, 'দেখে তো এলাম অনেক কিছুই। আমার কাছে সবই অসাধারণ মনে হয়েছে। সুলতানের সাথে সাক্ষাতের পরদিনের ঘটনা। ইমাম বুখারির মহিমান্বিত কবর জিয়ারত শেষে ফিরব। এমন সময় দেখা কয়েক দেহলবি (দিল্লির অধিবাসী)র সাথে। কথাবার্তায় মনে হয়েছিল প্রতিটি লোক উচ্চশিক্ষিত। জানতে পারলাম, বুখারা নগরীতে তাঁদের নিযুক্ত করে রেখেছেন মোগল শাহজাদি জেবুন নিসা। হিন্দুস্তানের বাদশাহ মহামতি আওরঙ্গজেবের কন্যা। এই লোকগুলোর কাজ হলো, বুখারায় কখন কি নতুন গ্রন্থ রচিত হয়, তার অনুলিপি তৈরি করে দিল্লিতে শাহজাদির নিকট পাঠিয়ে দেওয়া। শুনে অভিভূত হলাম.....।'

অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ জেবুন নিসার কথা শুনে ধুকপুক উঠল শাহজাদা খুররমের বুক। তিনি জেবুন নিসা সম্পর্কে আরো কথা শোনার

www.pathagar.com

মানসে কৌশলপূর্ণ প্রশ্ন করলেন, 'দিল্লির লোকগুলোকে আর কিছু জিজ্ঞেস করেন নি? কিংবা তারা নিজেরা বলে নি আরো নানা কথা?'

পারেসি নিরাসক্ত গলায় বললেন, 'কি আর বলবে! কি এক কাজ নিয়ে এসেছিল ওরা, সেটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। চলে গেছে তাড়াহুড়ো করে। না-হয় নামধাম, দিল্লির কোন এলাকায় বাড়ি–এইসব প্রশ্ন করে জেনে নিতাম।'

শাহজাদা খুররম চুপ করে বসে রইলেন।

পারেসি আবার বক্তব্য শুরু করলেন, 'একদিন সুলতানের দু উজিরকে সাথে নিয়ে গেলাম বাজার দেখতে। বুখারার সবচেয়ে বড় ও ব্যস্তম বাজার। ঘি, দুধ, মাখন, মাছ, মাংস, সব বিক্রি হয়। বিক্রেতারা কেউ সুন্দর করে পসরা সাজিয়ে বসেছে। কেউ ফেরি করে বেড়াচ্ছে। কয়েকজন মোঙ্গলকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভেড়ার গোশত ফেরি করে বেচতে দেখে বেশ আশ্চর্য লাগল। বাজারটা গড়ে উঠেছে আমু দরিয়ার একদম তীর ঘেঁষে। বিরাট বড় ঘাট সেখানে। ঘাটে পরিচয় দু কাশ্মিরি বণিকের সাথে। চমৎকার মানুষ তাঁরা।

দীর্ঘ সময় ধরে কথা হয় তাঁদের সাথে। একজনের নাম আহবার সামাসি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। অথচ দুয়েকটা দাড়ি কেবল পাক ধরেছে। মাথায় সাদা ধবধবে পাগড়ি। বেশ গাম্ভীর্যময় সুন্দর চেহারা। পরনে সাদা পায়জামা। গায়ে ঢিলেঢালা ধরণের বেনিয়ান। সেটাও খুব সাদা। পায়ে অভিজাত মোগলাই নাগরা জুতো। লোকটা লম্বায় মনে হলো আমার হাতে অন্তত পাঁচ হাতের কম না। কাবুল ও কান্দাহারের লম্বা মানুষদের মতো। একটু বুযুর্গ ধরণের। তার সাহচর্যে বেশ স্নিগ্ধ এক মাধুর্য অনুভব করেছিলাম।

সাথের যে-লোক, তাঁর নাম আবু হারেস তাহেরজান। বয়স কিছুটা কম হবে হয়তো। চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ। গোলগাল চেহারা। মাথায় কাশ্মিরি ধরণের টুপি। পরনে কাবুলি কোর্তা। কড়া খয়েরি রঙের। দুজনেই ঘুরে বেড়ান সাদা রঙের দু টো তিব্বতি ঘোড়ায় চড়ে। কাশ্মির থেকে শতরঞ্জি আর শাল এনে বুখারার বাজারে বিক্রি করেন। কাশ্মিরের এই দু জিনিসের বেজায় চাহিদা বুখারার বাজারে।

www.pathagar.com

আমি কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের দিল্লির শাহজাদি জেবুন নিসা আসলে খুব জ্ঞান-পিপাসু নাকি? নতুন রচিত গ্রন্থের সন্ধানে এই সুদূর বুখারা পর্যন্ত লোক নিয়োগ করে রেখেছেন। তা জানেন? এতো দেখছি সাঙ্ঘাতিক চমকপ্রদ ব্যাপার! এরকম নজির দ্বিতীয় আর কোথাও শুনি নি তো!

তাহেরজান বললেন, আমাদের শাহানশাহ আওরঙ্গজেব হলেন দরবেশ পর্যায়ের লোক। জ্ঞানী-গুণীরা বলেন জিন্দাপির। তাঁর মতোই হয়েছেন তার সুযোগ্য কন্যা। যেমন কন্যার রূপ, তেমন তাঁর গুণ। শৈশব থেকেই এই কন্যার অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ পরিস্ফুট হতে শুরু করেছিল। সমবয়সী অন্য শাহজাদিরা যখন জিনানাখানার খেলার মাঠে না-হয় ফুল-বাগিচার ভাঁজে খেলাধুলা আর হই-হুল্লোড় করে আনন্দ পেতেন, জেবুন নিসার আনন্দ ছিল তখন ভিন্ন বিষয়ে। তিনি তখন থেকেই আকৃষ্ট পড়াশোনা আর ইবাদত-বন্দেগিতে। আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন অসাধারণ যোগ্যতা।

এই শাহজাদির বিয়ে এখনো হয় নি। হয়তো হয়েও যাবে যেকোনো সময়। উপযুক্ত বর মেলানোও জাহাঁপনার জন্যে কঠিনই হবে বইকি। কে আছে এমন যোগ্য পুরুষ!

আমি বললাম, কেন? এত বড় মোগল বংশে নেই এমন শাহজাদা-আমিরজাদা কেউ?

তিনি বললেন, আমাদের জানা মতো কেউ দেখছি না।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম, আসলে তাই!

তাহেরজান ভাবুকের মতো নিচ দিকে তাকিয়ে ধীরে-সুস্থে আরো কাছে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। তারপর হকচকিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার হাত দুটো চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, নিজের পরিবারের একান্ত কয়েকজন ছাড়া আজ পর্যন্ত এই যুবতির পুরো চেহারা দেখে নি কোনো বেগানা পুরুষ! হিজাবের ফাঁক-ফোকরে একটু-আধটু ঝিলিক দেখেই কত নামিদামি যুবক উচাটন হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই!

www.pathagar.com

আমি রসিকতার ছলে ফেচফেচ করে বললাম, যুবকরা এভাবে তাঁর জন্যে পাগলপারা বলে তিনি মনে হয় খুব পুলক বোধ করেন। ওই জাতীয় যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণমূলক চলাফেরা করতে ভালোবাসেন। ঠিক না? তাহেরজান আঁৎকে উঠলেন, আরে সর্বনাশ! একি বলেন আপনি? যা তা মেয়ে নাকি?

আহবার সামাসি এতক্ষণ মুখ গোঁজ করে চুপচাপ দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি হাই তুলতে তুলতে আমার দিকে মনে হলো কড়া চোখে তাকালেন। আমি খনিকটা শঙ্কাবোধ করে ভাবলাম, এই তল্লাটের লোকদের স্বভাব তো জানা নেই। আমি শাহজাদি সম্পর্কে এমন বেমানান কথা মুখ ফসকে বলে ফেলেছি। এখন এই লোক চটে যায় কি না! না। তিনি হাত-পা নাড়িয়ে আমাকে প্রাণান্তকরভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, আপনি শাহজাদি সম্পর্কে যেটা অনুমান করেছেন, সেটা অশিক্ষিত জাহিলদের বেলায় প্রযোজ্য। সবার বেলায় না। আমাদের শাহজাদি শরিয়ত এবং রূহানিয়তের জ্ঞানে আলোকিত এক নারীব্যক্তিত্ব। হৃদয় তাঁর ফুলের মতোই কোমল আর পবিত্র। সকল প্রকার মেয়েলি নষ্টামি-মুক্ত। অনেক বড় মাপের মানুষ তিনি। সত্যিকার পরহেজগার যাকে বলে। দিল্লির এই শাহজাদি সম্পর্কে তাহেরজানের ধারণা আরো অনেক উঁচু। তিনি বললেন, এককথায় বুঝে নিন, রূপে আর গুণে উনি বেহেস্তের হুরের মতো। ইহলোকে বেহেস্তি হুরের প্রতীকী দৃষ্টান্ত। আমাদের কাশ্মিরে যদি যান কখনো তাহলে কাশ্মিরে জাঁহাপনা আওরঙ্গজেবের সুবেদার (প্রশাসক) মুহতারাম শায়খ খানের সাথে কথা বলবেন। অনেক কিছু জানতে পারবেন। কারণ দিল্লির সাথে তাঁর সব সময় যোগাযোগ আছে। তাছাড়া শাহজাদির নিযুক্ত লোকরাও থাকে শায়খ খানের দরবারে।

তাহেরজান কথা বন্ধ করলেন।

জানতে চাইলাম, কাশ্মিরে শায়খ খানের দরবারে শাহজাদির লোক নিযুক্ত আছে কি রকম?

তাহেরজান দাঁত বের করে নীরবে হাসলেন এক ধরণের অনুরাগের হাসি। বললেন, ও আচ্ছা। আপনি তাহলে জানেন না। জ্ঞানগবেষণা ও

www.pathagar.com

গ্রন্থাদি রচনায় কাশ্মির অনেক প্রসিদ্ধ তো, সে-জন্যে এখানে কখন কি নতুন গ্রন্থ রচিত হলো, সেটার খবর রাখা ওই লোকগুলোর কাজ। তাঁরা নতুন গ্রন্থের অনুলিপি তৈরি করে দিল্লির শাহজাদির হাতে পৌঁছে দেয়। দিল্লিতে যদি কখনো যাওয়া পড়ে, তাহলে শাহজাদির ব্যক্তিগত পাঠাগারখানা একটু ঘুরে আসবেন। সবার অবশ্য যাওয়ার সুযোগ নেই সেখানে। দেখবেন, প্রতিদিন সুদক্ষ অনুবাদকরা বসে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার কত প্রামাণ্য গ্রন্থ অনুবাদ করছে! শাহজাদির পক্ষে তো আর সব ভাষা জানা সম্ভব না। তাই বিভিন্ন ভাষায় লেখা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করিয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। চিন্তা করেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কত উৎকর্ষ সাধন করেছেন এই নারী! জগতে রাজা-বাদশাহ তো কতই আছেন। কিন্তু এরকম নজির দ্বিতীয় আর কোথাও আছে বলতে পারেন?

তাহেরজান আরো নানা কথা বললেন। যাক। বুখারা গিয়ে আমার অভিজ্ঞতার শেষ নেই।.....।'

মজলিসে বসা কারো কোনো নড়াচড়া নেই। নেই কোনো টু শব্দটি পর্যন্ত। ভিন্ন দেশের এইসব নানা কাহিনী শুনতে খুব অসাধারণ লাগছে সকলের কাছে। একেবারে তাক লেগে বসে আছেন তাঁরা।

হঠাৎ করে সকলের মধ্য থেকে শাহজাদ খুররম উঠে দাঁড়ালেন। উজির পারেসির মুখে শাহজাদি জেবুন নিসার স্তুতি শুনে অদৃশ্য এক অনঙ্গমোহিনী নারীর ছায়া নিদারুণভাবে জেঁকে বসেছে তাঁর মনে। বুকে কেমন যেন একটা আগুন ধক করে জ্বলে উঠেছে। ছটফট করতে কেবল ইচ্ছে করছে।

ইস্পাহান নগরীর শাহি পরিবারের এক শাহজাদা তিনি। একেবারে যথার্থই আলালের ঘরের দুলাল যাকে বলে। যখন যা মন চায়, তখন তা পেয়ে অভ্যস্ত। হৃদয়ের কষ্ট-যাতনা কি জিনিস তা টের পান নি জীবনে। এখন পরম কাঙ্ক্ষিত ওই স্বপ্নমানসীর গুণগান শুনে তাঁকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা মারাত্মকভাবে বেড়ে উঠেছে মনে। সইতে পারছেন না বিরহের দহন জ্বালা। মাথা আউলা হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

বিগত কয়েকদিন ধরে প্রকৃতিতে ঋতুর পরিবর্তন ঘটেছে। প্রতি বৎসর এইসময়ে নতুন ঋতুর আগমন ঘটে। এই কয়দিন থেকে খুররমও একটু বেশি কাহিল জেবুন নিসার বিরহে। মজলিসে বসে বসে ভাবছিলেন, হঠাৎ কয়দিন ধরে প্রেয়সীর জন্যে হৃদয়ের টান এত বেশি বেড়ে ওঠার কারণটা কি? আল্লাহপাক কি তাঁর প্রকৃতি-জগতে ঋতু পরিবর্তনের সাথে মানুষের মনের আবেগ ও প্রেম-বিষয়ক অনুভূতির বিশেষ কোনো সম্পর্ক সৃষ্টি করে রেখেছেন? তবে তো সেটা চিন্তা করে বোঝার বিষয়!

কিন্তু না। আউলা মাথায় চিন্তা-গবেষণার অবকাশ নেই। সব মাটি। শাহজাদা খুররম মজলিস ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন চেহেল সতুন থেকে আলা কাপির দিকে। এ হচ্ছে শাহি প্রাসাদের প্রধান ফটক। কিন্তু সামনের দিকে পা এগুচ্ছে না। প্রেয়সীর কথা উজিরের মুখ থেকে শুনতে এক অদৃশ্য সুতো জোরে টানছে পেছনে। তাই আবার ফেরত আসতে লাগলেন। এসেই ঝপ করে বসে গেলেন শতরঞ্জির ওপর। কিন্তু উজির সাহেব এতক্ষণে জেবুন নিসার কথা শেষ করে বুখারা থেকে বিদেয় নেওয়ার প্রসঙ্গে চলে গেছেন। শাহজাদা নিরাশ হলেন। আবার উঠে দাঁড়ালেন। আচ্ছন্নের মতো হাঁটতে শুরু করলেন।

হেঁটে যেতে যেতে কানে আসছে, পারেসি তরতর করে বলে যাচ্ছেন, 'চলে আসতে যেদিন রওয়ানা দিব, তার আগের দিন সুলতানের দরবারে গেলাম বিদেয় আনার জন্যে। সুলতান খুব সমাদর করলেন। স্মৃতিস্বরূপ দু শিশি চুঁয়াচন্দন তুলে দিলেন হাতে। একটা আমার, আরেকটা আমাদের জাহাঁপনা শাহ মহোদয়ের জন্যে। চন্দনের নির্যাস থেকে তৈরি খুব উন্নত আতর সেটা। বেরিয়ে আসার আগ মুহূর্তে অভ্যর্থনা কক্ষে এসে হাজির দিল্লি দরবারের পত্রদূত। ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হলো। কথাবার্তা হলো। বাড়ি তাঁর পাঞ্জাব। পেশায় ঘোড়া ব্যবসায়ী। ব্যবসার প্রয়োজনে এসেছেন বুখারা। সেই সুবাদে দিল্লির দরবার থেকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে জাহাঁপনা আওরঙ্গজেবের পত্র। পত্রও নয় ঠিক। একখানা আম দাওয়াতনামা। পৌঁছে দিতে হবে বুখারার দরবারে। আগামী বৎসর সফর মাসের পাঁচ থেকে বিশ তারিখ পর্যন্ত দিল্লির দরবারে বাদশাহ

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেব এক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। লেখক সম্মেলন। দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান সব কবি-সাহিত্যিক জড়ো হবেন সেখানে। পত্রে বুখারার কবি-সাহিত্যিকদের দাওয়াত করা হয়েছে। সাহিত্যানুরাগী যে কেউ ইচ্ছে করলে যোগ দিতে পারবেন তাতে। সম্মেলনে শাহজাদি জেবুন নিসাও উপস্থিত থাকবেন এবং অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে অংশ নেবেন। এই দাওয়াতখানা ইসপাহান দরবারেও আসার কথা।'

পারেসির এই কথাগুলো শুনে শাহজাদা খুররম থমকে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে উচ্ছ্বাস-আকুলিত হয়ে উঠল হৃদয় মন, এ্যাঁ! তাই নাকি! তাহলে এই তো সুযোগ যায় সেই অলৌকিক কন্যার সাথে দেখা করার। এই সুযোগ যেভাবে হোক কাজে লাগাতে হবে।

শাহজাদা আবার মজলিসে এসে বসতে লাগলেন।

পারেসি বলছেন, 'দেখি মহামান্য শাহ মহোদয় সদয় ইজাজত দিলে আমার নিজেরও ইচ্ছে আছে এরকম একটা মহতী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার। দিল্লি নগরী দেখার সাধ আমার আজকালকার নয়, বহুদিনের.....।'

শাহজাদা মনে মনে স্থির করলেন, উজির পারেসির সাথে যেতে হবে ওই অনুষ্ঠানে।

কিন্তু সফরে কি আর শাহিমহলের উষ্ণ আয়েশ আছে? আছে কি মায়ের হাতের গরম খানা? নাওয়া-খাওয়া কোথায় কিভাবে হবে-সময়মতো হবে কিনা, তার ঠিক-ঠিকানা আছে? সকলেই জানেন, সফর বড়ই কষ্ট-সহিষ্ণু কাজ।

ইসপাহান থেকে দিল্লি যেতে লাগে পাক্কা চার মাস। অনেক সময় আরো বেশিও লাগে। যাওয়ার পথে এই দীর্ঘ সময়কালে তপ্ত বালুরাশি থেকে শুরু করে দুর্গম পাহাড়-পর্বত, নালা-নর্দমা আর নদী-সাগর কত কিছু পাড়ি দিতে হয়! একি আর চাট্টিখানি কথা?

সিদ্ধান্ত পাকাপাকি করতে কেটে গেল দিন বিশেক। সামনে পবিত্র রমযান মাস। ইদুল ফিতরের পর পারেসি রওয়ানা দেবেন দিল্লি।

www.pathagar.com

শাহানশাহে দিল্লির জন্যে বেশ কিছু উপঢৌকন নিয়ে যাবেন শাহানশাহে ইস্পাহানের পক্ষ থেকে। সাথে থাকবেন শাহজাদা খুররম।

ইস্পাহান দিল্লির সম্পর্ক বেশ দিন ছিল খারাপ। দিল্লির বাদশাহ তখন শিহাবুদ্দিন শাহজাহান। আর ইস্পাহানের শাহ ছিলেন মহামতি আব্বাস। কান্দাহার নগরীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘাতপূর্ণ ধাক্কাধাক্কি বেশ একটা বেঁধে গিয়েছিল। সেদিন গত হয়ে গেছে। ভ্রাতৃপ্রতিম দুদেশের ঝগড়া-বিবাধ আর কতদিন থাকতে পারে জিইয়ে? এখন ইস্পাহান-দিল্লি চমৎকার সম্পর্ক বিরাজ করছে। সে সম্পর্ক আরো গাঢ় করা হবে উজির পারেসির সফরের মধ্য দিয়ে।

বর্তমান শাহ মহোদয়ও একান্তভাবে চান, দক্ষিণ এশিয়ার সমগ্র ভূ-ভাগজুড়ে বিস্তৃত এই বিশাল ও শক্তিধর দু প্রতিবেশী দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পূনরুজ্জীবিত হোক। এই অঞ্চলের মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে এটা হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

পবিত্র ঈদুল ফিতর গেল আজ দু দিন।

সফরের তারিখ ঠিক হয়েছে আগামী বুধবার।

ইস্পাহান দরবারে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাধারণত বুধবার থেকে শুরু করা হয়। আর তা যদি হয় ভিনদেশে সফরে গমনের মতো কোনো বিষয়, তবে তো আর কথাই নেই। দরবারের বিজ্ঞ উলামাদের ভাষ্য, যে কাজ বুধবার থেকে শুরু করা হয়, তা বরকতময় হয় বলে খোদ রাসূলে পাক সা. জানিয়েছেন।

উজির পারেসি আর শাহজাদা খুররম দু জনে দিল্লির পথে আগামী বুধবার দিন রওয়ানা হবেন ভোরবেলা, ফজর নামাজের পর। তাঁদের সহযোগিতার জন্যে সাথে যাবে শাহি কর্মচারীদের এক বহর। তাঁরা সাথে বহন করে নিয়ে যাবে নিরাপত্তা প্রহরার জন্য ঢাল-তলোয়ার, সহজে বহনযোগ্য শুকনো খাবার হিসেবে খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি। জরুরি ওষুধ যেমন মধু, আদা, ইসবগুল, কালিজিরা ইত্যাদি থাকবে গাঁটে বাঁধা। আর শাহানশাহি শিঙা, মশাল এইসব তো থাকবেই।

হিন্দুস্তানের প্রবেশদ্বার হচ্ছে কান্দাহার নগরী। এদিক দিয়ে তাঁরা ঢুকবেন মহামতি আওরঙ্গজেবের দেশে। অবশ্য এপথে অতিরিক্ত ঘুরনি পড়ে। অন্য পথে আরো সহজে যাওয়ার উপায় আছে। কান্দাহার না-গিয়ে সোজাসুজি সিন্ধু পৌঁছে। সেখান থেকে জাহাজে করে সুরাট বন্দর হয়ে দিল্লি যাওয়া যায়। তাতে খরচাপাতিও কম পড়ে। কিন্তু কষ্টসাধ্য। ব্যবসায়ীরা এভাবে যাতায়াত করেন। শাহি বহর নিয়ে অভিজাত ও আড়ম্বরপূর্ণ ভ্রমণ করতে দূরান্তের পাড়ি হলেও কান্দাহার হয়েই যেতে হবে। এটা বাদশাহ-আমিরদের চলাচলের পথ।

পথঘাট নিয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছেন না শাহজাদা। উজির পারেসি আছেন। আছে শাহি বহর। তাঁরা সব দেখবেন। শাহজাদার চিন্তা কেবল একটাই, জেবুন নিসাকে সেখানে গিয়ে একটু আড়ালে পাবেন কি না।

www.pathagar.com

মনের কথা ঠিকমতো বলার সুযোগ হবে কি না। কিংবা কথা কিভাবে বলবেন, ইত্যাদি।

শাহজাদার আসন্ন দিল্লি-সফর উপলক্ষে পরিবারের নিকটজনদের ফরমায়েশ ইতোমধ্যে পেশ হতে শুরু হয়েছে। মা বলেছেন, মহামতি আওরঙ্গজেব বাদশাহর দেশে চমৎকার বুটিদার রেশমি কাপড় পাওয়া যায়। এগুলোর অনুকরণে আমাদের ইস্পাহানের শিল্পী-কারিগরগণও বুনন করে। একইভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও বোনা হয় আজকাল। কিন্তু হলে কি হবে, হিন্দুস্তানের মতো উন্নত হয় না কারো। পারলে নিয়ে এসো। ছোটোবোন শাহজাদি তাহমিনার আব্দার, দিল্লি নগরীতে ঝিনুকের তৈরি বাকশো এবং ঝিনুকের দোয়াত পাওয়া যায়। আমার জন্য আনতে হবে।

শাহজাদার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। দিন যেন ফুরোতে চায় না।

হঠাৎ এল এক খবর। উজির পারেসি যেতে পারবেন না। চেহেল সতুন থেকে তাঁর সফর-কর্মসূচি স্থগতি করা হয়েছে। যেতে হলে পরবর্তীতে তারিখ ঠিক করা হবে। খুরাসানে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা হয়েছে। লুট করা হয়েছে তাঁদের ধন-সম্পদ। সম্ভবত বহিঃশত্রুর পরিকল্পিত আক্রমণ। কেননা জানা গেছে, কতিপয় উজবেক নৈরাজ্যকারী হচ্ছে এর মূল নায়ক। চেহেল সতুন থেকে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এব্যাপারে উজির পারেসিকে দেওয়া হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

শুনে তো শাহজাদা একেবারে হতবাক। মাথায় যেন বাজ পড়েছে। এত সাধের দিল্লি-সফর! মা শুনে জানিয়েছিলেন অসম্মতি। পরে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে রাজি করতে হয়েছে। এখন আবারো পড়ল বাঁধা! এই বাঁধা কাটিয়ে ওঠার উপায় নেই। তাহলে কী করা?

শাহজাদার মন ফেরানো সম্ভব না। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, দিল্লি নগরী তাঁকে যেতেই হবে। এ যাওয়া রদ হতে পারে না। ভন্ডুল হতে পারে না। একাকী হলেও তাঁকে যেতে হবে। তাতে যা হওয়ার হোক। বাঁধা-বিপত্তির

www.pathagar.com

পরোয়া করলে চলে না। বাঁধার মুখে যে থমকে দাঁড়াতে জানে না, বিজয়ের মুকুট কেবল তাঁরই সাজে। একথা গুরুজনরা বলেন।

বুধবার দিন ফজর নামাজ শেষে যথারীতি রওয়ানা হয়ে গেলেন শাহজাদা। সম্পূর্ণ একা। ব্যক্তিগত চাকর-বাকর দূরের কথা পথ-জানা কোনো রাহবার পর্যন্ত সাথে নিলেন না।

চলার পথের সহযোগী হিসেবে কাউকে না রাখাই তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হলো। কারণ যে-গোপন অভিলাষ মনে পুরে তিনি দিল্লি পাড়ি দিচ্ছেন, সাথে লোকজন থাকলে সেই অভিলাষের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাতে তখন বংশের কলঙ্ক আসবে। সকলে জানেন, সাফাভি বংশের ঐতিহ্য হলো সততা, ন্যায়নিষ্ঠা আর বীরত্বের, খোদাভীরুতা আর আমল-আখলাকের। এই বংশের সন্তানরা দেশ ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে যায় যুদ্ধাভিযান নিয়ে। তাঁরা মানুষকে ডাকতে যায় আল্লাহর পথে। শিক্ষা-শান্তির পথে। প্রগতির পথে। সেই সাফাভি বংশের শাহজাদা খুররম নারী-পাগল হয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশ ছুটে গিয়েছে শুনলে লোকে থুক দিবে।

www.pathagar.com

নদীর নাম জান্দে রুদ (প্রকৃত উচ্চারণ জায়ান্দে রুদ)।

এ নদীর তীরে কতগুলো নিচু টিলার ওপর অবস্থিত বিখ্যাত ইসপাহান নগরী। নদীতে ভাসমান নৌকো দিয়ে তৈরি আজব ধরণের এক সেতু। তিনতলা-বিশিষ্ট। প্রতি তলা দিয়ে মানুষ গমনাগমনের ব্যবস্থা আছে। সেতুর নাম পোলে সিরাজ। মানে সিরাজ নগরীর সেতু। এ সেতুর ওপার থেকেই শুরু সিরাজ নগরী যাওয়ার রাস্তা।

শাহজাদা ঘোড়ায় চড়ে পোলে সিরাজ অতিক্রম করে ছুটে চললেন পূর্ব দিকে।

ইসপাহান শহর এলাকা পেরিয়ে চোখে পড়ে শুধু গ্রাম আর গ্রাম। দেখতে খুব ভালো লাগে শাহজাদার। এমন কোনো বাড়ি নেই, যেখানে বাগান পাওয়া যাবে না। বাগানগুলো ভর্তি আপেল, আঙুর, মালবেরি এইসব ফলফলারিতে। বাড়ি আর বাগানের ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে নানা ধরণের সুদৃশ্য ফুলের সমাহার।

গ্রাম শেষ হয়ে এবার এল পর্বত।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। শাহজাদার বিরাম নেই। জায়গায় জায়গায় পাওয়া যায় সরাইখানা। সেখানে রাত কাটায় দূর-দূরান্তের পথিকরা। পাওয়া যায় খাবারদাবারও।

সারাদিন পথচলার পর শাহজাদা রাত এলে আশ্রয় নেন সরাইখানায়। ভোরে ফজর নামাজ পড়ে আবার শুরু করেন ছুটে চলা।

পর্বতের ভেতর দিয়ে চলাচল বড় কষ্টকর। প্রকাণ্ড সব পাথর আর গেরুয়া রঙের মাটির স্তূপ। মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সুঁড়িপথ গেছে বয়ে। কখনো চিপাগলির মতো। আবার কখনো উঁচুনিচু ফাঁকা মাঠ লাগে দেখতে। মানববসতি নেই কোথাও। নেই পশুপাখি কিংবা গাছপালা। শুধু মাটি আর পাথর। মাটির তীব্র সোঁদা গন্ধ এসে লাগে নাকে। তবে সাপখোপ কিংবা বাঘ-ভাল্লুকের ভয় নেই। এদিক থেকে নিরাপদ আছে।

www.pathagar.com

সতেরো দিন পর শাহজাদা অতিক্রম করলেন পর্বত। পৌঁছলেন মনোরম এক নগরীতে। নানা জাতীয় ফলজ গাছ আর বাগান-খামারে ভরপুর চারদিক। নির্মল বাতাস। রসালো পাকা ডালিম আর আনজিরের নজরকাড়া দৃশ্য। দেখলে জিভে পানি আসে। রক্তলাল টিউলিপ, সোনালি প্রিমরোজ আর আঁখিতারা ফুলের ম-ম গন্ধে জুড়িয়ে যায় প্রাণ।

নগরীর নাম সিরাজ। মহাকবি শেখ সাদির জন্মস্থান। এখানকার এক মাদরাসায় তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু। পরে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি নেন বাগদাদের জামে নিজামিয়ায় অর্থাৎ নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

শেখ সাদির দেশ বেশ ভালো লাগল শাহজাদার কাছে। ভাবলেন, এই কয়দিন ভ্রমণের ধকল তো আর কম গেল না। এবার একটু বিশ্রাম নিতে পারলে মন্দ হয় না।

শেখ সাদির রচনা সম্ভারের ওপর দীর্ঘ পড়াশোনা রয়েছে শাহজাদার। পরম অনুরাগে গিয়ে জেয়ারত করলেন সাদির কবর।

নগরীতে ঘুরে-ফিরে কেটে গেল দু'দিন।

সিরাজ থেকে ব্যবসায়ীদের এক কাফেলা যাবে বন্দর আব্বাস। কেউ যাবে সেখান থেকে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁদের সাথ ধরে শাহজাদা আবার রওয়ানা দিলেন।

যেতে যেতে গেলেন অনেক দূর। দিনের পরে দিন যায়। কিন্তু পথ আর ফুরোয় না। দিল্লি নগরীও আসে না।

দিন-দশেকের মতো হয়ে গেল। এবার অদ্ভুত একটা জায়গায় এসে পৌঁছলেন। আলো, বাতাস, মাটি, মানুষ- সবকিছু কেমন জানি অন্যরকম লাগে। সামনে উঁচু ভূমি। ছোটো ছোটো টিলা। গাছগাছালি নেই। আরেকটু দূর এগোতেই দেখা গেল আরেক আশ্চর্য দৃশ্যলীলা! এখানেই দুনিয়ার প্রান্তসীমা কি না কে জানে! কারণ উত্তর দিকে দেখা যায় মাটি-মানুষ সবই আছে। চলছে জগৎ-সংসার। পশ্চিমে তো আছেই। পূর্বেও আছে। কিন্তু দক্ষিণে? হ্যাঁ, দক্ষিণের ব্যাপার নিয়েই কথা। এদিকে তাকালে ভেতর শূন্য হয়ে যায়। জগৎ-সংসার কিছু নেই। শুধু পানি আর পানি। অকূল সাগর। আকাশ আর পানি একাকার হয়ে মিশে আছে।

www.pathagar.com

বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যে। মাগরিবের আজান শোনা যাচ্ছে। শাহজাদা তাঁর সাথের এক লোককে জিজ্ঞেস করলেন, এইটে কোন জায়গা?

লোকটি হালকা রসিকতার সুরে বলল, 'কাঁকড়াঘাট।'

শাহজাদার চোখে-মুখে ফুটে উঠল চমক। কৌতুহলের কারণে ভ্রুরেখা কুঞ্চিত।

লোকটি আবার আওড়াল, 'কাঁকড়াঘাট। অবশ্য ঘাট বললে হয় না। সমুদ্র বলে কথা তো! ব্যাপার-স্যাপার বিরাট। তাই বন্দর।'

শাহজাদা বললেন, ' তাহলে এজায়গার নাম কাঁকড়া-বন্দর? কিন্তু এরকম অদ্ভূত নাম জীবনে শুনি নি তো?'

ঃ কী যে বলেন! গামবারুন শুনেন নি কখনো?

ঃ না । এর মানে কি?

ঃ মানে বলতে গেলে যে বহুত কথা। দিনের পথে দিন ফুরোবে; তবু কথা ফুরোবে না।

ঃ বলুন না একটু শুনি।

ঃ শুনুন তাহলে। এই এলাকায় কাঁকড়া জন্মায় খুব। একসময় এখানকার এই দরিয়া-পাড়ে কাঁকড়াদের উৎপাত এত বেশি ছিল যে, মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা-বসবাস পর্যন্ত দুঃসহ ছিল। এখন অবশ্য অতটা নেই। প্রবীণ মানুষদের কাছ থেকে শোনা, এজায়গার নাম ছিল সুরু। অনেক কাল আগে থেকে মানুষ জায়গাটাকে বন্দর হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। দোকানপাটও গড়ে উঠেছিল তখন থেকেই। যেমনিভাবে স্থাপিত হয়েছিল বসতি। আজ থেকে শ দেড়েক বছর আগে বজ্জাত পর্তুগিজরা এসে দখল করে নিল এলাকা পুরোটা। পর্তুগিজ তো চিনতেই পারছেন মনে হয়। পশ্চিম ইউরোপের দরিয়া-পাড়ের ছোটো এক দেশ তাঁদের। পর্তুগাল তাঁর নাম। নৌকো-জাহাজে ডাকাতি, মুসলমানদের শহর-বন্দর দখল করা – এসব কাজের ওস্তাদ তাঁরা। ব্যবসাদার হিসেবেও পরিচিতি আছে তাঁদের। যাই হোক, এখানে এসে তাঁরা চেপে বসল ঠিক, কিন্তু কাঁকড়ার ছড়াছড়িতে বসবাসে অভ্যস্ত না-হওয়ায় পড়ল তাঁরা উদ্ভট বিপাকে। কি আঁদাড় পাঁদাড়, কি পথঘাট, খানাখন্দ কিংবা

www.pathagar.com

ঘরদোর আর আসবাবপত্র– কোথাও বাদ নেই। যেদিক চোখ যায় কাঁকড়া আর কাঁকড়া। পিল পিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দেখলে গা শির শির করে। ঘেন্নাও লাগে। চলতে-ফিরতে তখন পর্তুগিজদের বিপত্তি দেখে কে! এনিয়ে প্রতিনিয়ত কত অদ্ভুত আর হাস্যরসাত্মক ঘটনা যে ঘটত! আজও তা চুটকি রূপে শোনা যায় অনেকের মুখে। একবার নতুন এসে এক পর্তুগিজ নাকি ভৃত্য হিসেবে রেখেছে স্থানীয় এক যুবককে। যুবক কাজে যোগ দিতে এলে চতুর পর্তুগিজ আগেভাগে বলে নিল, আমাকে ভিনদেশি পেয়ে কোনো প্রকার চালাকি-চাতুরি চলবে না। কোনো পাকামো দেখানো যাবে না। আর চুরির অভ্যেস থাকলে কিন্তু মুশকিল। আছে নাকি? খবরদার! থাকলে বলো। আমি একা মানুষ। স্ত্রী-পরিজন সাথে আনি নি। তোমার কাজ হলো আমার জন্যে তিনবেলা দুমুঠো রান্না করা। কাপড়-চোপড় ধোওয়া। আর আমার বাসস্থানটা পাহারা দিয়ে রাখা। এ-ই হলো তোমার কাজ। তবে শোনো, তোমার বাড়ি কাছে অবস্থিত বলে রাতে কিন্তু চলে যাওয়া যাবে না। আমি একাকী শুতে পারি না। ভূত ডরাই। আজেবাজে স্বপ্নও দেখি। তাছাড়া তোমাদের এই এলাকা যে কী ভূতুড়ে না! দিনের বেলাও গা কাঁটা দেয় আমার চলতে-ফিরতে। রাতে তুমি আমার শয়নকক্ষে ঘুমোবে। তবে আমার পাশাপাশি নয় অবশ্যই। পায়ের দিকে বিছানা পেতে। ঠিক আছে?

যুবক সম্মত হলো। শুরু হলো তাঁর চাকরি। দুপুরবেলা যুবকের হাতের রান্না-করা খাবার খেয়ে পর্তুগিজ বলল, দারুণ পাক জানো তো দেখছি! খুব ভালো রসুয়ে তুমি। এই বলে সে খুশি হয়ে ঝট করে পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করল। পাকা এক সপ্তাহের মজুরি মুহূর্তেই গুণে অগ্রিম দিয়ে দিল। রাতের বেলা দুজনে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। মাটিতে খড় বিছিয়ে তাঁর ওপর তোষক ও চাদর পাতানো তুলতুলে বিছানা। বাতি নিভিয়ে দুজনেই হারিয়ে গেল গভীর নিদ্রার ঘোরে।

মাঝরাতে পর্তুগিজের বিছানায় আস্তে করে এসে বেয়ে উঠল এক কাঁকড়া। ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ এল পর্তুগিজের মাথার কাছে। মানুষের মাথা এভাবে এলিয়ে পড়ে থাকা দেখে কাঁকড়ার মনে সঞ্চারিত হলো কৌতূহল। পুরো জিনিসটা গোলগাল। চুলে ভর্তি। দেখতে মন্দ না। ভারি

www.pathagar.com

চমৎকার। কানের দিকে এসে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, এই বাড়তি জিনিসটা আবার কি? দেখি একটু পরখ করে। কাঁকড়া তাঁর হাতের কেঁচির মতো ধারালো নখর দিয়ে দিল এক খামচা। অমনি উঃ উঃ চিৎকারে কানে হাত দিয়ে একলাফে উঠে বসল পর্তুগিজ। শোর-চিৎকার শুনে যুবক ভৃত্যের গেল ঘুম ভেঙে। ভাবল, ওস্তাদ মনে হয় স্বপ্নে ভূত দেখেছে। সে তাড়াহুড়োর চোটে উঠে দাঁড়াতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়েই অন্ধকার হাতড়ে এসে হাজির হলো। তীব্র কণ্ঠে বলতে লাগল, কি হয়েছে হুজুর! কি হয়েছে? ও-কিছু না হুজুর! ভয় পাবেন না।ও-কিছু না।

ভৃত্যের কথা শুনে বেদনার্ত পর্তুগিজের ভেতর শান্তনার পরিবর্তে জ্বলে উঠল ক্ষোভের আগুন। তাঁর ধারনা, ভৃত্য নিজেই ঘটিয়েছে এই ঘটনা। কারণ সে ছাড়া আর আছে কেউ এখানে? অথচ কত বড় ধৃষ্টতা! মুখে আবার অভয়বাক্য শোনায়, ও-কিছু না হুজুর! ভৃত্য কি তাহলে ভিনদেশি পেয়ে বেকুব ঠাওরাচ্ছে? এ্যা!

পর্তুগিজ বেচারা নীরবে মুখ ঝামটা দিয়ে কান ধরে বসে আছে। কোনো প্রত্যুত্তর দূরে থাক একটু উঁ আঁ ও করছে না। ভাবছে, অগ্রিম কড়কড়ে টাকা হাতে পেয়ে ওর আসলে লোভ জেগে উঠেছে লক লক করে। অন্ধকার নিশীথ রাতে আমাকে ভূতের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এভাবে কান-মলা দিয়ে রক্তাক্ত করেছে। আমাকে দুর্বল করে আরো টাকা খসানোর কুটচাল নিশ্চয়ই। সামান্য এক ভৃত্য হয়ে এতবড় দুঃসাহস!

রাগে-উত্তেজনায় পর্তুগিজ বাকি রাত আর ঘুমোতে পারল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ আর ওঠবোস করে কাটাল রাত সারাক্ষণ।

সকালবেলা যুবককে ডেকে বলল, বাপুরে সোনাধন! এদিক এসো দেখি। গতকাল যে টাকাগুলো দিয়েছিলাম বের করো জলদি। যুবক কিছু বুঝে উঠতে পারল না। সে নিঃসঙ্কোচে ঝটপট বের করে সামনে রাখল টাকাগুলো। পর্তুগিজ একদিনের টাকা হিসেব করে দিয়ে অবশিষ্ট ছয় দিনের টাকা নির্লজ্জের মতো ফেরত নিয়ে গেল। তারপর কর্কশ গলায় বলল, তোমাকে অব্যাহতি দেওয়া গেল। দরকার নেই আমার কাজের ছেলে।

www.pathagar.com

পর্তুগিজ ব্যতিব্যস্ত হয়ে রওয়ানা দিল বন্দরে তাঁদের সরদারের নিকট। জানাল নালিশ। কিন্তু সরদার শুনে দিল এক ধমক, আরে মিয়া ভোঁদাই! আপনি দেখি পর্তুগিজ জাতির ইজ্জত ডুবাবেন। আপনাকে কান-মলা দিয়েছে ভৃত্য নাকি? একাজ তো করেছে দুষ্ট কাঁকড়া।

পর্তুগিজ স্তম্ভিত হয়ে বলল, এ্যা! তাই নাকি?

কাঁকড়া নিয়ে এরকম নানা মজাদার ঘটনার অবতারণা ঘটত পর্তুগিজদের। নিজেদের এই উৎকট অভিজ্ঞতার কারণেই মনে হয় তাঁরা সুরু না-বলে পর্তুগিজ ভাষায় ডাকত গামবারুন নামে। এর অর্থ কাঁকড়া।

শাহজাদা খুররম সহাস্য গলায় বললেন,' বাহ! চমৎকার কাণ্ড! আপনি দেখি গল্পরসের হাড়ি একেবারে! জানেন তো অনেক কিছু। তাঁরপর আর কি কি হলো? এজায়গার নাম তাহলে গামবারুন?'

লোকটি বলল, 'তারপর হলো তো অনেক কিছুই। সব বলার আর সময় কই?'

ঃ এখনো কি পর্তুগিজরা আছে?

ঃ এখন নেই। ইসপাহান-অধিপতি মহামতি আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯ইং) জবর দখলকারি পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সেটা আজ থেকে অন্তত চল্লিশ বছর আগের ঘটনা (১৬২২ইং)। তখন থেকে মুহতারাম আব্বাসের নামে এই বন্দরের নামকরণ হয় বন্দর আব্বাস।

শাহজাদা চমকে উঠলেন, 'ও আচ্ছা! বন্দর আব্বাস এইটেই? তাহলে আগে বলবেন তো!'

তিনি কৌতুহলী চোখে এধার-ওধার তাকাতে লাগলেন।

সমুদ্রতীরে বিশালাকৃতির নৌকো কতগুলো। মনে হয় ছোটো ছোটো পাহাড়ের কালোমতো টিলা যেন ফেনার মতো ভেসে আছে। এর নাম জাহাজ। কাঠ দিয়ে তৈরি। মাঝখানে অনেক উঁচু যে স্তম্ভ দেখা যায়, সেটিও কাঠের। একে বলে মাস্তুল। কোনো জাহাজে মাস্তুল একটা। কোনো জাহাজে দু টো। আবার কোনোটাতে তিনটেও বসানো আছে। সবগুলো মাস্তুলে মোটা রশি দিয়ে জাহাজের কিনারার সাথে টানা দেওয়া। দেখতে কেমন ভয় ভয় লাগে। এইসব মাস্তুলে নাকি পাল টাঙানো হয়।

www.pathagar.com

পালে তখন লাগে বাতাসের ধাক্কা। নিচে জাহাজের ভেতর বসে বড় বড় বৈঠা দিয়ে দাঁড় টানে অনেকগুলো লোক একসাথে বসে। দাঁড় টানা আর বাতাসের ধাক্কা, এই দুয়ের সমন্বয়ে জাহাজ এগিয়ে চলে অথই সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করে।

আর সমুদ্রের ঢেউ, সে-ও কি আর সাধারণ কিছু? এক একটা ঢেউ ধেয়ে আসে ঝড়ের বেগে অন্তত খেজুরগাছ-সমান উঁচু হয়ে। বুঝি সাক্ষাত আজরাইলের দাবড় আর কি!

শাহজাদা আগে কখনো জাহাজ দেখেন নি। দেখেন নি সমুদ্রও। বিদেশ ভ্রমণে এসে আজ দেখার পর খুব শিহরিত হলেন।

দু দিন হয়ে গেল বন্দর আব্বাসে। জায়গাটা মোটেও ভালো লাগছে না শাহজাদার। সমুদ্রের পানি লোনা। এ পানিতে গোসল করা যায় না। খাওয়া যায় না। এমনকি ছুঁতে গেলেও বিপদ। শরীরে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া আবহাওয়া নয় সুখকর। যত তাড়াতাড়ি এজায়গা ত্যাগ করা যায়, ততই মঙ্গল।

অনেক জায়গার লোক এখানে। হিন্দুস্তানের বাঙালা থেকে জাহাজ-ভর্তি মসলিন নিয়ে যাঁরা এসেছেন,তাঁরা যাবেন মসুলে। যাত্রাবিরতি করেছেন এই বন্দরে। এখান থেকে পশ্চিমে মসুল ও বসরা, দক্ষিণে ইয়ামন এবং হিজাজের জার বন্দর। পূর্বে হিন্দুস্তানের সিন্দু, সুরাট, আদন, হিজলি, চাটগাসহ বিশ্বের অনেক জায়গার সাথে আছে সমুদ্র-যোগাযোগ। শাহজাদার ভাবতে অবাক লাগে, এই সমুদ্র যদি না-থাকত, তাহলে মানুষ তাঁদের এইসব ভারি মালামাল পানিতে ভাসিয়ে এত সহজে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করতে পারত? মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের কী অপার মহিমা!

ইস্পাহান, খুজিস্তান, খুরাসান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ঘোড়ায় চড়ে যাঁরা এসেছেন হিন্দুস্তান যাওয়ার জন্যে, তাঁরা এখন ঘোড়া রেখে জাহাজে চড়বেন। এখান থেকে জাহাজে যাওয়াই হলো সহজ উপায়। ঘোড়ায় চড়ে যেতে হলে মাসের পর মাস হাঁটতে হবে। ঘুরতে হবে বহু জনপদ আর পথ।

www.pathagar.com

শাহাজাদা তাঁর ঘোড়াটিকে বিদায়ি সালাম জানালেন। অল্প পয়সায় বিক্রি করে দিলেন এক ব্যবসায়ীর নিকট।

শুরু হলো শাহজাদার সমুদ্র-যাত্রা।

অনেকগুলো জাহাজ সারি বেঁধে একসাথে চলেছে। সমুদ্র-পথে কেনো জাহাজ দূর-দূরান্ত হলে একাকী যাত্রা করে না। সহযাত্রী যোগাড় করতে তাঁরা প্রয়োজনে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অপেক্ষা করে।

শাহজাদা যে জাহাজটিতে চড়েছেন, সেটার নাম গুরাব। এর মানে হলো কাক। অন্যান্য কোনোটার নাম জুলফিকার। কোনোটার নাম শাহবাজ। তাঁদের আগে আগে যে-জাহাজটি চলেছে, সেটার নাম দিলরুবা।

জাহাজ চলছে বিশাল সমুদ্রের ঢেউ মাড়িয়ে হেলে দুলে। এখন আর বিকেল হলে সরাইখানার খোঁজ করতে হবে না। অজু, গোসল, প্রস্রাব, পায়খানা, থাকা, খাওয়া, সব জাহাজের ভেতর। এ-এক মজার অভিজ্ঞতা। দিন নেই-রাত নেই, বিরামহীন চলছে জাহাজ।

পনেরো দিন পর জাহাজগুলো নোঙর করল এক জায়গায়। এখানেও বন্দর আব্বাসের মতোই অবস্থা। অনেকগুলো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে তীরে। বিরাট বড় এক বন্দর।

শাহজাদা এক সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোথায় এলাম আমরা? লোকটি বলল, এর নাম সিন্দু। মুহাম্মদ বিন কাশিমের কৃতিত্ব-ধন্য এই জনপদ। এখান থেকেই শুরু হয়েছে মহামতি আওরঙ্গজেবের দেশ হিন্দুস্তান।

শাহজাদা অভিভূত হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'এখানেও বন্দর আব্বাসের মতো এত জাহাজ!'

লোকটি বলল, 'থাকবে না কেন? এ তো বিশ্বের এক বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।'

শাহজাদা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। মক্কা থেকে জাহাজ এসেছে ঘোড়া, খেজুর, মুক্তা আর সুগন্ধির বোঝাই নিয়ে। তা বিক্রি হবে হিন্দুস্তানে। যাওয়ার সময় জাহাজগুলো নিয়ে যাবে চিনি, জলপাই-তেল ইত্যাদি। বিক্রি করবে আরব অঞ্চলে।

www.pathagar.com

একদিনের জন্যে যাত্রাবিরতি। পরদিন আবার রওয়ানা।

দিনের পর দিন যেতে যেতে কেটে গেল ছয়দিন। সপ্তম দিন দুপুরে পৌঁছলেন তাঁরা এক বন্দরে। নাম তার সুরাট। এই নাম জানার জন্যে কাউকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না। কারণ এখানে এলেই তাঁদের সমুদ্র-যাত্রা শেষ। একথা যাত্রীদের মুখে মুখে আগে থেকেই জানা হয়ে গেছে। এখন যে যেদিকে যাওয়ার, পায়ে হেঁটে না-হয় ঘোড়ায় চড়ে যাবে। কেউ পালকি, কেউ গরুর গাড়িতেও যাবে।

পারস্যে পালকির প্রচলন নেই। তাই এই জিনিস দেখতে আসলে কেমন, তা নিয়ে তাঁর বেজায় কৌতূহল আছে মনে। আশা পুরে রেখেছেন, সেটা দেখবেন। সম্ভব হলে চড়েও বসবেন।

গুজরাটের সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত বন্দর নগরী সুরাট। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হিন্দুস্তানের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী বন্দর এই সুরাট। বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। পারস্য আর আরবের অনেক ব্যবসায়ী প্রতি বৎসর নিয়মিত মালামাল নিয়ে আসেন এখানে। বিক্রি করে যাওয়ার সময় কিনে নিয়ে যান নানা জাতীয় হিন্দুস্তানি পণ্য। তা বিক্রি করেন নিজ দেশে। আরব এবং পারস্যের অনেকে এখানে স্থায়ীভাবে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন। উন্নত নীতি-নৈতিকতা আর রুচিশীল চালচলনের কারণে মানুষ তাঁদের খুব মর্যাদার চোখে দেখে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশেরও যথেষ্ট লোকজন আছেন। ব্যবসা করেন। ইউরোপীয় পণ্যের ব্যবসা। ব্যবসায় তাঁদের হাত আবার খুব পাকা। ক্রেতার পকেট থেকে পয়সা খসাতে দক্ষতায় তাঁদের জুড়ি নেই। এই সুখ্যাতি তাঁদের সর্বত্র।

তাঁরা আবার জাতে খ্রিষ্টান। এখানকার সমাজের সাথে অনেক কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। তাঁদের চাল-চলন একটু ভিন্ন। তাছাড়া চেহারা সুরতও আলাদা। হোক পারস্য, আরব কিংবা হিন্দুস্তান, সব জায়গায় মানুষের চুল কালো। পাক ধরে তা সাদা হয় বুড়ো হলে। অথচ ইউরোপীয় শিশু-কিশোর-যুবক-বুড়ো, সবার সমানে সাদা চুল। গায়ের চামড়া পর্যন্ত সাদা। সামান্য লালচে বর্ণের। মাথায় থাকে টুপির

www.pathagar.com

মতো একটা জিনিস। একে বলে তাঁরা ক্যাপ। কেউ বলে হ্যাট। তাই লোকে বলে তাঁদের হ্যাটওলা ফিরিঙ্গি।

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হিন্দুস্তানে সরকারি ভাষা পারসি। যদিও সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ কথা বলে উর্দু আর হিন্দিতে। এই তিন ভাষাতে শব্দগত সামঞ্জস্য অনেক। তাই পারস্যের লোকজনের ভাষাগত কারণে সমস্যা তেমন একটা হয় না। আর উর্দু এবং পারসির যে-লিপি, সেই একই লিপি হচ্ছে আরবির। পার্থক্য খুব সামান্য। ফলে সুবিধে আরব অঞ্চলের লোকদেরও। কিন্তু গোলমাল যত ফিরিঙ্গিদের নিয়ে। তাঁদের ভাষা ইংরেজি। লিপি কিংবা শব্দ কোনো কিছুরই সামান্যতম মিল নেই হিন্দুস্তানের কোনো ভাষার সাথে। তবু তাঁদের আটকে থাকতে দেখা যায় না। ঠারেঠোরেই চালিয়ে দিতে পারেন তাঁদের সকল কাজকর্ম। টেক্কা মারেন সকলের ওপরে।

স্থানীয় কোনো ভাষা বোঝেন না ফিরিঙ্গি পণ্যবিক্রেতারা। কিন্তু একটা শব্দ সকলে রপ্ত করে নিয়েছেন। সেটা হলো দোস্ত। পারসি শব্দ। অর্থ হলো বন্ধু। এই দোস্ত সম্বোধনেই চলে তাঁদের সকল প্রকার ঠারাঠারি।

মাঝেমধ্যে রসিকজন কেউ এলে একটু-আধটু গোলমালও বাঁধে।

হিন্দুস্তানের সমুদ্র-উপকূলের নানা জায়গায় ফিরিঙ্গিরা বসতি গড়ে তুলেছেন। বসতি না ঠিক। বাণিজ্যকুঠি। পণ্যশালা।

সকাল বেলা হাঁটতে হাঁটতে শাহজাদা গেলেন ফিরিঙ্গি আস্তানা দেখতে। কেমন তাঁদের দোকানপাট আর ব্যবসা-বাণিজ্যের হালত। কেমন তাঁদের বসতবাড়ি?

ফিরিঙ্গিদের কুঠিগুলো স্থাপন করা হয়েছে বন্দর এলাকার একপাশে। কাছেই সমুদ্র। আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের আওয়াজ শোনা যায়। সুন্দর ও পরিপাটি করে গোছগাছ করা। পুরো চত্বরটা দেখতে বেশ সুন্দর। ক্রেতা আকৃষ্ট করার সাধ্যমতো কোনো চেষ্টাই বুঝি বাদ রাখা হয় নি। ঘরদোর সুন্দর করে তৈরি। সাজানো-গোছানো। সবকিছুতে ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ মানের জিনিসপত্র। মূল্যবান তেমন কিছু লাগানো নেই। তবু আমির-মনসবদারদের বাংলোর মতো অভিজাত লাগে দেখতে। ফিরিঙ্গিদের কাজ-কারবার এরকমই।

www.pathagar.com

হিন্দুস্তানের সমুদ্র-উপকূলে বাজার, বন্দর ও নানা জনগুরুত্বপূর্ণ স্থল বেছে বেছে এভাবেই নাকি ছাড়ানো আছে ফিরিঙ্গি কুঠি।

একটা কুঠির দিকে এগিয়ে গেলেন শাহজাদা।

এক শিক্ষিত হিন্দুস্তানি কি এক জিনিস দরদাম করছেন। বিশুদ্ধ পারসি ভাষায় তিনি এর দাম জানতে চাইলেন। কিন্তু ফিরিঙ্গি বিক্রেতা কথা বুঝতে না-পেরে একটার পর একটা কেবল জিনিস বের করে আনছেন। তাঁর কথাও বুঝতে পারছেন না ক্রেতা হিন্দুস্তানি। তিনি দাম না-বলে শুধু জিনিস দেখানোর চেষ্টাকে ফিরিঙ্গির চালাকি বলে মনে করলেন। চেহারায় তাঁর বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল।

ফিরিঙ্গি এবার দোস্ত দোস্ত বলে হাত ইশারা করে তিন আঙুল দেখালেন। মানে তিন টাকা। (প্রকৃত পক্ষে টাকা নয়, আশরাফি)

হিন্দুস্তানি হাতে নিয়ে জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। একে তো ছিল তাঁর চেহারায় বিরক্তিভাব। এখন দাম শুনে কপালে তুললেন ভাঁজ। তা দেখে গভীর চোখে পর্যবেক্ষণ করছিলেন ফিরিঙ্গি তাঁর ক্রেতা সাহেবের মতিগতি।

না। দরদাম শুনে হিন্দুস্তানির পছন্দসই হয় নি। তাই তিনি মুখে মোচড় কেটে পারসি উচ্চারণ করলেন, 'এয় বেহেচ।' মানে, এই যে! এইটে হলো না মোটেও।

কিন্তু একথা শুনে ফিরিঙ্গি বুঝলেন, আই বেহেড (I be head) এর অর্থ, আমি কল্লা কাটি। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গি গেলেন চটে, এ্যা! সে আমার দ্বারা এতগুলো জিনিস নামিয়ে আনাল আর এখন আমাকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে শোনায় যে, সে মানুষের কাল্লা কাটে! মানে বোঝাতে চাচ্ছে, সে খুব ভয়ঙ্কর কিছু। লুটেরা কোথাকার! ইউরোপ থেকে এসেছি বলে ভয় পেয়ে তাঁকে মাগনা দিয়ে দিব? এই অভিলাষ বুঝি! এতই সোজা?

ফিরিঙ্গির ভাষা ইংরেজি। অন্য ফিরিঙ্গি ছাড়া কেউ বোঝেন না। তিনি চেঁচিয়ে খ্যাঁচম্যাচ করতে করতে চোখ করলেন রাঙা। দুর্বোধ্য চেঁচানি শুনে হিন্দুস্তানি উঠলেন হেসে। অমনি যেন ফিরিঙ্গির গায়ে আগুন ধরে গেল। আড়াল থেকে চট করে একটা লাঠি বের করে আনলেন। হিন্দুস্তানি ভদ্রলোকের মাথায় তুললেন বাড়ি।

www.pathagar.com

বেঁধে গেল মস্ত গণ্ডগোল।

মুহূর্তে আশপাশের ফিরিঙ্গিরা এসে জড়ো হয়ে গেলেন। তাঁরা বেমালুম তাঁদের নিজেদের লোকের পক্ষ নিয়ে শুরু করলেন চোটপাট দেখানো। হিন্দুস্তানি ভদ্রলোক তাঁর অপরাধ কি বুঝতে না-পেরে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আছেন। তাঁকে আইনের হাতে সোপর্দ করতে আগলে রেখেছেন কয়েক ফিরিঙ্গি।

শোর-চিৎকার শুনে এসে হাজির হলেন এক পারসিক। হিন্দুস্তানির কাছ থেকে জেনে নিলেন আসল ঘটনা। তিনি রসিকতা করে কয়েক কদম এগিয়ে এলেন। হাসি মুখে শান্ত গলায় কথা বলতে লাগলেন। কথা সব বিশুদ্ধ পারসি। ফিরিঙ্গির কিছুই বোঝার উপায় নেই।

পারসিক লোকটি শান্ত গলায় ফিরিঙ্গিদের ধুমসে গালিগালাজ করছিলেন, 'ফকির-ফকরার দল! বাটপারের গোষ্ঠী। কি যে পেয়েছিস তোরা এই দেশটাকে। নিজ দেশে পেট ভরে না। খুবলে খেতে এসেছিস হিন্দুস্তান। হিন্দুস্তানের বাদশাহ বাহাদুর খুব ঠিক কাম করেছেন তোদের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে। এদেশের মানুষকে চুষে ফতুর করার আগেই তোদের ঝেটিয়ে বিদেয় করা দরকার। না-হয় উপায় নেই.....।'

সব ফিরিঙ্গিরা হা-করে তাকিয়ে আছে।

যে-দোকানদার ফিরিঙ্গির সাথে হিন্দুস্তানির গোলমাল বেঁধেছে, সেই লোকটি এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করে চুপ বসা ছিল। সে উঠে এল। পারসিক লোকটির কথা শেষ হওয়ার পর তাঁকে বলল, 'ইউ রাইট, ইউ রাইট। ইউ রিয়েলি গুডম্যান।'

আজব এই বোলচাল শুনে শাহজাদা বেশ মজা পেলেন। বহুক্ষণ হাসলেন প্রাণ খুলে। দীর্ঘ এই সফরে এরকম আর হাসেন নি একবারও।

ফিরিঙ্গিদের ভাবগতিক এ দেশে কারো কাছে সুবিধেজনক লাগে না। মানুষ সন্দেহের চোখে দেখে। শাহি দরবারে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমে আছে। সে-কারণে বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁদের বিশ্বাস করেন না। নিজের বাড়িঘর আত্মীয়-স্বজন সব ফেলে তাঁরা এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসেছে দুটো পয়সা রোজগারের আশায়। একটু সচ্ছলতার সাথে চলার উপায় খুঁজতে। এই মানবিক সহমর্মিতার কারণে বাদশাহ কঠোর

www.pathagar.com

হতে চান না। না-হয় আরো আগেই তাঁদের দেশছাড়া করতেন। তাছাড়া তাঁদের এই ব্যবসার কারণে বিদেশী অনেক নতুন পণ্য এ দেশে আসে। জনসাধারণের উপকার হয়। এটাও দেখার বিষয়।

ফিরিঙ্গিরা এদেশে এসে প্রথম ব্যবসা শুরু করেন বাদশাহ জাহাঙ্গিরের আমলে। বাদশাহ তো প্রথমে রাজিই ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের কাকুতি মিনতিতে শেষ পর্যন্ত দয়াপরবশ না-হয়ে পারলেন না। মহামতি জাহাঙ্গির দিলেন অনুমতি। সেই থেকে তাঁরা মওকা যে একবার পেয়ে গেলেন হাতের মুঠোয়, তা আর ছাড়েন নি। দিনে দিনে ফুলে-ফেঁপে উঠছেন কেবল।

কথায় বলে, দুষ্ট লোককে বসতে দিলে শুতে চায়। বাদশাহ জাহাঙ্গিরের দয়ায় পেলেন তাঁরা পণ্য বেচে রোজগারের অনুমতি। কিন্তু গোপনে শুরু করলেন দুর্গ নির্মাণ, পরিখা খনন, দোকান বসানোর স্থায়ী জায়গা তৈরি, এইসব আয়োজন। ফলে চোখ রাঙা করল দিল্লি দরবার। আরোপ করা হলো নানা বিধিনিষেধ।

ফিরিঙ্গিদের মতলব কি? তলে তলে ষড়যন্ত্র করে শাহি ক্ষমতা কব্জা করার? কী আজব অভিলাষ!

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলে এসে ফিরিঙ্গিরা নাকি বড়ই মনমরা অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু কু মতলব আর চালানো যায় না আগের মতো। একথা বয়োবৃদ্ধ লোকেরা বলেন।

আওরঙ্গজেব যেনতেন ধরণের বাদশাহ নন। পাকা ইসলামি শাসক। সহৃদয়তার অভাব নেই। কিন্তু অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর। তাঁর আমলে কু মতলবিরূপে ধরা খেলে পিঠের চামড়া বাঁচানোর সুযোগ নেই।

ফিরিঙ্গিরা এখন তাঁদের পণ্য সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রদর্শনী এবং নিজেদের বসবাসের জন্য উপকূলীয় এলাকায় শুধু অস্থায়ী ঘর তৈরি করতে পারেন। বাড়তি কোনো স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে শাহি দরবারের লোকরা কড়া নজর রাখেন।

তিন দিন হয়ে গেছে শাহজাদা সুরাটে এসেছেন। খুব ভালো লাগছে জায়গাটা। হিন্দুস্তানি অনেকে এই বন্দর এলাকাকে বলেন বাবে মক্কা।

www.pathagar.com

মানে মক্কার দরোজা বা প্রবেশদ্বার। এ কেমন কথা? কোথায় মক্কা আর কোথায় সুরাট? হ্যাঁ, এই জিজ্ঞাসা শাহজাদার মন আলোড়িত করছিল। পরে জানতে পারলেন, হিন্দুস্তানিরা হজে যাওয়ার সময় এই সুরাট বন্দর থেকেই তাঁদের যাত্রা করতে হয় মক্কার পথে। তাই একে বলে মানুষ বাবে মক্কা।

সুরাট থেকে দিল্লি কতদূর? বেশি না। মাত্র মাস দুয়েকের পথ। রাস্তাঘাট একটু দুর্গম। নদ-নদী আছে। পাহাড়-পর্বতও অতিক্রম করতে হয়। সে-কারণে সময়টা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি লাগে। তবে অসুবিধে নেই। প্রত্যেক জায়গায় সরাইখানা আছে। ভালো তদারকি আছে।

শাহজাদা শুনে তো আক্কেল গুড়ুম। দুর্গতির বুঝি শেষ হলো না! আরো পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ? তাও দীর্ঘ দু মাস!

ঘোড়া একটা জোগাড় করে বেরিয়ে পড়লেন দিল্লির পথে।

দীর্ঘ পয়তাল্লিশ দিন পথ চলার পর পৌঁছলেন এক সমৃদ্ধ নগরে। যে-দিকে চোখ যায়, সেদিকেই দেখতে কেবল বিস্ময়! লোকে বলে ইস্পাহান নগরী নাকি নিসফে জাহান। মানে জগতের অর্ধেক। কিন্তু এই নগরী দেখলে তো মনে হয় ভিন্ন কথা। সমৃদ্ধি আর সৌন্দর্যের কারণে ইস্পাহানকে জগতের অর্ধেক বললে এখানকার এই নগরীকে কি বলা হবে? নিশ্চয়ই জগতের বাকি অর্ধেক বলতে হয়। ফিরিঙ্গিরা হিন্দুস্তানের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি কি আর এমনিতে ফেলেছে? যুগে যুগে মুসলমানরা এ দেশে শুধু সত্যের আলোই ছড়ান নি, দেশটাকেও গড়ে তুলেছেন বিশ্বের সেরা সমৃদ্ধশালী আর সৌন্দর্যের লীলাভূমি রূপে।

এই নগরীর কি নাম?

নাম তার আগ্রা। হিন্দুস্তানের রাজধানী-শহর ছিল। বর্তমান বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বাবা বাদশাহ শাহজাহান এখান থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে যমুনা নদীর পাড়ে দিল্লিতে স্থাপন করেছেন।

দিল্লি কতদূর?

এখান থেকে সপ্তাহখানেক লাগে যেতে।

www.pathagar.com

মুশায়রা চলছে। আমন্ত্রিত কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর।

ভাবগম্ভীর এক পরিবেশ। চারদিকে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। বিদগ্ধ কবিদের সুঁচালো কণ্ঠ ছাড়া আর কারো কোনো শব্দ নেই। কবিরা এক একজন মনের মাধুরী মিশিয়ে আবৃত্তি করে চলেছেন। অন্যরা গভীর ধ্যানমগ্নের মতো বসে শুনছেন। একজন শেষ করলে আরেকজন শুরু করছেন। নির্ধারিত সময় পর পর হচ্ছে আবার পঠিত কবিতার ওপর গঠনমূলক সমালোচনা ও পর্যালোচনা। হচ্ছে বিভিন্ন রকম কাব্য-প্রতিযোগিতা।

কবিতা পঠিত হচ্ছে আরবি, উর্দু, পারসি, আরো অনেক ভাষায়। তবে প্রাধান্য বেশি পারসির। কারণ একে তো হিন্দুস্তানে সরকারিভাবে ব্যবহৃত হয় পারসি ভাষা। তাছাড়া মুসলমানদের কাছে আরবির পরেই স্থান পারসি ভাষার। রুমি-সাদিদের মতো বিশ্বকবিদের রচনার ভাষা পারসি। পারস্য ও মধ্যএশিয়া থেকে শুরু করে সারা হিন্দুস্তানে সকল অভিজাত মহলে উন্নত ভাষা হিসেবে পারসি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এই বিশাল হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভাষা যাদের বাংলা, হিন্দি, তেলেগু, অসমি, ওড়িয়া, গুজরাটি, দ্রাবিড়, পালি, পাঞ্জাবি, উর্দু, টিপরাসহ আরো নানা প্রকারের; সবাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত ভাষা হিসেবে পারসির কদর করে। সাধ্যানুযায়ী চর্চা করে। নানাভাবে এই সমৃদ্ধ ভাষাটি ব্যবহার করে।

মোগল পরিবারের ভাষাও পারসি। জিনানাখানা থেকে শাহি দরবার, সবখানে কথাবার্তা হয় পারসিতে।

এবারের মুশায়রা শুরু হয়েছে গত বৃহস্পতিবার থেকে। কোন দিন শেষ হবে, তা এখনো ঘোষিত হয় নি। তবে চলবে আরো। মোটের ওপর দিন-পনেরো তো বটেই। আরো বেশিও হতে পারে।

www.pathagar.com

দিল্লি দরবারে এত বিরাট আয়োজনের মুশায়রা সচরাচর হয় না। অনেক অর্থ ব্যয়ে দেশ-বিদেশ দাওয়াত করে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে আয়োজন হয়েছে এ অনুষ্ঠানের।

জিনানাখানার লাগোয়া খাসমহল এর বিশাল বিস্তৃত হলরুম। এখানেই একপাশে স্থাপিত শাহানশাহে দিল্লির মহিমামণ্ডিত সিংহাসন তখতে তাউস। বাইরে সামিয়ানা টাঙিয়ে তৈরি করা হয়েছে হলরুমের সমান আরো একখানা মজলিস। নিচে দূর্বা ঘাসের প্রশস্ত মাঠে নকশা কাটা। বিছানো রেশমি গালিচা। দুপাশে গ্যালারির মতো কাঠের তৈরি কয়েক হাত উঁচু সুসজ্জিত দর্শক-আসন। তবে বসার ব্যবস্থা পা-ঝোলানো কেদারায় নয়। বড় গালিচার ওপর পা আড়াআড়ি করে।

খাসমহল এর এই হলরুম আর সামিয়ানা টাঙানো পুরো জায়গাটা জুড়ে মুশায়রার অনুষ্ঠানস্থল। সাজিয়ে তোলা হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ মোগলশাহি সাজে।

অনুষ্ঠানস্থলের চারদিকে সোনার পাত মোড়ানো বেশ কয়েকখানা উঁচু বেদি। তাতে সারাক্ষণ ক্রমাগতভাবে আগরবাতি জ্বালিয়ে ছড়ানো হচ্ছে মন-মাতানো সুগন্ধি।

এত জনাকীর্ণ একটি অনুষ্ঠান! কিন্তু লোক চলাচলে নেই কোনো বিশৃঙ্খলা। অনুষ্ঠানস্থলের ভেতরে চলাচলের সকল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পরিপাটি করে। রূপোর প্রলেপযুক্ত লোহার সুদৃশ্য সরু দন্ড দিয়ে বেড়া স্থাপনের মাধ্যমে করা হয়েছে সুবিন্যস্ত।

দলে দলে এসে জড়ো হয়েছেন বিশ্বের অনেক দেশের নামকরা কবি-সাহিত্যিকগণ। এসেছেন দেশ-বিদেশের সাহিত্যানুরাগী শরিফ শ্রেণীর লোকরা। কেউ এসেছেন দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে। কেউ এসেছেন ঘোড়া হাঁকিয়ে। কেউ জাহাজে চড়ে। সুদূর পারস্যের নানা অঞ্চল থেকে। কাশ্মির থেকে। কেউ মধ্য এশিয়ার তিরমিজ, সমরকন্দ এইসব দেশ থেকে। একইভাবে পাঞ্জাব, লাহোর, আরাকান, বঙ্গদেশ, আরো অনেক জায়গা থেকে।

লোকে গিজগিজ করছে দিল্লি-দরবার।

www.pathagar.com

পারস্যের শাহজাদা খুররম আগ্রা থেকে দিল্লি এসে পৌঁছেছেন কয়েকদিন হলো। প্রতিদিনকার মুশায়রার সকল পর্বে তিনি যথারীতি হাজির আছেন। গতকাল আসেন নি। গিয়েছিলেন নগর-ভ্রমণে। পালকি চড়ে দিল্লি নগর-ভ্রমণ। সাধ মিটিয়ে চড়েছেন। সারাদিনই কাটিয়েছেন পালকিতে করে। ইস্পাহানে পালকি নেই। সমগ্র পারস্যের কোথাও কেউ এই বাহনের সাথে পরিচিত নয়। পারসিকরা হিন্দুস্তানে এসে পালকি দেখলে একে এক অদ্ভুত যান মনে করে।

যে-সব দেশের মানুষ পালকি চেনে না, সেসব দেশের রাষ্ট্রীয় কেউ কিংবা শাহি পরিবারের কেউ দিল্লিতে মেহমান হিসেবে নতুন এলে পালকি দেখে বরাবরই জবর কৌতূহলুদ্দীপক হয়ে ওঠেন। তাঁদের কৌতূহল নিবারণে দিল্লি-দরবার থাকে সচেষ্ট।

গতকাল শাহি কর্মচারীরা শাহজাদা খুররমকে পালকি চড়িয়ে সারা দিল্লি নগরী চষে বেড়িয়েছে। তিনি নাকি মজা পেয়েছেন খুব।

বের হয়েছিলেন সকালবেলা। আহারপর্ব শেষে। ফিরতে একেবারে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য দিল্লি নগরী তাই বলে যে খুব দীর্ঘ, সেটা নয় কিন্তু। তবে হ্যাঁ, তুলনা করলে ইস্পাহান নগরী দিল্লি থেকে অনেক ছোটো হবে, তা অস্বীকার করার যো নেই।

বাদশাহ শাহজাহান গড়ে তোলেন এই তিলোত্তমা নগরী। তখন তিনি নগরীর মূল যে নকশা প্রণয়ন করেন, তা নতুন চাঁদের মতো বাঁকা। সেভাবেই আছে নগরীর অবস্থান। এর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে ঘোড়ায় চড়ে সময় লাগে এক প্রহর (তিন ঘন্টা) প্রায়। আর পালকিতে গেলে আধা দিনের মতো।

শাহজাদা পালকি চড়ে টইটই করে ঘুরেছেন। এটা-সেটা দেখেছেন। সে-জন্যেই তাঁর সময় লেগেছে সারাদিন।

মুশায়রা উপলক্ষে দিল্লি দরবারে দেশি-বিদেশি যত মেহমান এসেছেন, তাঁদের মধ্যে শাহজাদা খুররমই সম্ভবত সবচেয়ে কম বয়সী। একেবারে ছেলেমানুষ বলতে গেলে। অন্য সবাই বয়স্ক।

www.pathagar.com

বয়স তাঁর তুলনামূলক কম যতই হোক, দূর থেকে দেখলে তা কিন্তু বোঝা যায় না একটুও। বরং সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ এক জওয়ান বলে মনে হয়। সু স্বাস্থ্যময় বড় গড়নের দেহ। মনোহর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কাছে গিয়ে তাকালে বোঝা যায়, ইস্পাহানের শাহিমহলে এই সুদর্শন দেহখানা বেড়ে উঠেছে রাতারাতি চন্দ্রকলার মতো। কোনো প্রকার অযত্ন-অবহেলা কিংবা রোগ-শোক এসে ছুঁতে পারে নি একে জীবনে কোনোদিন। ব্যাহত করে নি এর বাড়ন্ত গতি। নাদুস নুদুস চেহারাটা সদ্য ফোটা ফুলের মতোই টাটকা। ডাগর ডাগর দুটো চোখ। কিন্তু চাহনিতে একটু উড়ুক্কু ভাবাবেগের ছাপ। কাঁধে মুসলমানি গামছার মতো এক প্রস্থ কাপড় ঝোলানো। তা তাঁর সৌন্দর্যের আভিজাত্য যেন আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তাঁর নিজ দেশীয় ফ্যাশনে তৈরি সুন্নতি টুপিটা মাথায় যখন দূরের দিকে তাকান, দেখতে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো লাগে।

পারস্যের সেই নামজাদা পরিবারের এই যুবককে দেখে অনেকেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। বিদেশি মেহমানদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বহির্বিশ্বের এক শাহি পরিবারের সন্তান। তার প্রতি অনেকের কৌতূহলী নজর। তিনি কিভাবে হাঁটেন, কিভাবে কথা বলেন- সব খুঁটিয়ে লক্ষ রাখতে অনেকে মজা পান।

শাহজাদা খুররম একাকী এসেছেন সুদূর ইস্পাহান থেকে, একথা যে-শোনে আশ্চর্য হয়। পাল্টা জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে অনেকে চোখ কপালে তোলে, সাফাভি পরিবারের শাহজাদা এসেছেন, অথচ সঙ্গে কোনো শাহি বহর নেই। নেই একজন খাদেম পর্যন্ত ! এ কেমন কথা হলো? ঘটনা কি তাহলে? কেউ বলেন, ঘটনা আর কি হবে? ছোকরা উনি ডানপিটে স্বভাবের আর কি! দুর্দান্ত সাহসী।

তাঁকে যখনই কেউ একান্তে পায়, তখনি জর্জরিত করে নানা প্রশ্নে। ইস্পাহান থেকে সাথে কোনো লোকজন এল না কেন, এই দীর্ঘ পথ তিনি কেমন করে একা এলেন, মুশায়রাতে বসে তিনি অন্যমনস্ক কেন থাকেন, তিনি পরিবারের কারো ওপর রাগ-অভিমান করে বেরিয়ে এসেছেন কি না? কত ধরণের যে প্রশ্ন! প্রশ্নের আর নেই শেষ। শাহজাদা ভেবে অবাক হন,

www.pathagar.com

অন্যকে নিয়ে মানুষ খামোখা এতো দুশ্চিন্তা করে! খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই বুঝি এঁদের? মস্ত এক বিরক্তিকর অবস্থা।

কারো কথাতেই শাহজাদা বিরক্তি প্রদর্শন করেন না। সবার সাথে বুদ্ধিদীপ্ত শাহানশাহি কূটনীতিকের মতো কাটছাঁট করে দেন জবাব। কথা বলেন খুব সংক্ষিপ্ত। পারলে কৌশলপূর্ণ হাসি হেসে এড়িয়ে যান। সটকে পড়েন অন্যত্র।

আজ সকালে শাহজাদা অনুষ্ঠানস্থলে একে হাজির হন সবার আগে। কবি-সাহিত্যিক কিংবা দর্শক-শ্রোতাদের কেউ আসে নি তখন। শুধু ঝাড়ুদার আর পাহারাদার ছিলেন কয়জন। কর্মহীন বসে তাঁরা ঝিমুচ্ছিলেন। শাহজাদা এসে কোথাও স্থিরভাবে বসেন নি একটানা। লোকজন আসার আগ পর্যন্ত কি জানি মনে নিয়ে ধীর পায়ে কেবল ছুটোছুটি করেছেন এদিক-ওদিক। তবে বেশিরভাগ সময়ই সভামঞ্চের আশপাশে ভবঘুরের মতো উদ্দেশহীন ঘোরাফেরা করেছেন।

যেই কি না আসতে শুরু করলেন অনুষ্ঠানের লোকজন, অমনি ঘোরাফেরা বাদ দিয়ে এসে ঝপ করে বসে গেলেন একজায়গায়। একেবারে নিথর হয়ে।

আজ আবহাওয়া বেশ চমৎকার। শরতের ফর্সা-নীলিমাময় দিল্লির আকাশ। কোথাও নেই মেঘের ঘনঘাটা। মুক্ত বাতাস বইছে এক ভাবোন্মাদনা জাগানিয়া।

অন্যদিনের চেয়ে বেশি জমজমাট আজকের মুশায়রা।

আজ সকাল থেকেই একটা সরগরম ভাব। জিল্লে সুবহানি জাহাঁপনা আওরঙ্গজেব আলমগির বাদশাহ বাহাদুর গাজি আজ মুশায়রায় এসে আসন অলঙ্কৃত করবেন। তিনি সদয় ইজাজত জ্ঞাপন করেছেন, একথা গতকালই শোনা গিয়েছিল। তিনি এসেছেন এবং সাধারণ মানুষের সাথে একাকার হয়ে আসন গ্রহণ করেছেন। ময়ূরের পালকে তৈরি বড় দুটো হাতপাখা দ্বারা তাঁকে বাতাস করে চলেছে পেছনে দাঁড়িয়ে দু জন পাখাবরদার। অবশ্য এতেও বাদশাহ হিসেবে তাঁর আলাদা কোনো বিশেষত্ব রাখা হয় নি। কেননা অন্য সবার জন্য একই রকম পাখা এবং

www.pathagar.com

পাখাবরদার নিযুক্ত আছেন। কোনো পার্থক্য নেই। যখন যার প্রয়োজন, তাঁরা বাতাস করে যাচ্ছে।

দিল্লি নগরী যমুনা-তীরে স্থাপিত এবং এখানকার আবহাওয়া নদীবিধৌত হলেও বেশ উষ্ণ। গরম লাগে অসহ্য। যা শীত-প্রধান কিংবা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মেহমানদের জন্যে সমস্যা। তাই পর্যাপ্ত সংখ্যক পাখাবরদারের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

জাহাঁপনার সদয় উপস্থিতির কারণে হয়তো আজ মুশায়রায় লোকসমাগম বেশি মনে হচ্ছে। আচার-পার্বিক সকল বিষয় আলাদা ধরণের প্রাণবন্ত লাগছে।

দরবারে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসেছেন। এখনো আসতেই আছেন। আসা শেষ হয় নি।

রঙ-বেরঙের কাপড়ে সাজানো হাতির পিঠে চড়ে এসেছেন আমিরবর্গ। তাঁদের কেউ কেউ পালকিতে করেও এসেছেন। তাতে পালকির ভেতর বসা একজন মানুষকে কাঁধে বহন করে হেঁটে আসতে হয়েছে ছয়জন লোককে। এসব পালকি-বাহকদের বলে বেহারা। একাজে এঁদের একটি দক্ষতা দেখতে বড় আশ্চর্য লাগে। মানুষ-সমেত পালকির যুগন্ধর কাঁধে নিয়ে হেঁটে চলে এঁরা দ্রুত পায়ে হাঁকিয়ে। কিন্তু তাতে পালকিযাত্রীর কোনো ঝাঁকুনি লাগে না একটুও।

ঘোড়া-সওয়ার হয়ে আসছেন মনসবদারগণ। তাঁদের প্রত্যেকের সাথে কয়েকজন করে খাদেম আছেন। খাদেমরা ঘোড়ার আগে আগে হেঁটে রাস্তা খোলাসা করে চলেছেন।

আমির-রইস-মনসবদারগণ এভাবে এক একজন এক এক আড়ম্বরপূর্ণ বাহনে চড়ে অনুষ্ঠানস্থলে এসে নামছেন। তাঁরা দরবারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়েজিত। লম্বা বেতন তাঁদের। সততা, খোদাভীরুতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণে তাঁরা অসাধারণ এবং সকল মহলে বিশেষ সম্মানিত।

দরবারে তাঁদের চলাফেরায় আভিজাত্যের ধরণই বুঝি অন্যরকম। বড় অপরূপ লাগে যখন দেখা যায়, পালকি হোক আর হাতি-ঘোড়া হোক,

www.pathagar.com

তুলোর জাজিমের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে এক একজন বসে আছেন, মুখে সুগন্ধি পান চিবোতে আছেন আস্তে সুস্থে। জিরিয়ে জিরিয়ে। কারো কারো পান চিবোনোর ধরণ দেখলে মনে হয় তাঁর বাহনের দোল খাওয়ার তালে তালে মাথাও মৃদু দোল খাচ্ছে বুঝি।

একজন-একজন করে এসে নামছেন। গায়ের কাপড়ে মাখা উৎকৃষ্ট আতরের সুগন্ধিতে বাতাস মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। যা গোটা পরিবেশকে বেহেস্তি আবেশে যেন করে তুলছে পূতঃময়। আমিরি চালের চাল যাকে বলে।

প্রবেশদ্বারের দক্ষিণে খোলা জায়গার নিমতলায় অনেক দীর্ঘ সারি পালকির। অনুষ্ঠানে আসা লোকদের পালকি। বাম দিকের প্রশস্ত রাস্তার মতো সরু জায়গার ওপর একই রকম সারি বেঁধে রাখা হয়েছে ঘোড়া। অনেক লম্বা সারি। এক অপূর্ব দৃশ্য! খয়েরি, সাদা, চিত্রল-অনেক রঙের ঘোড়া।

হাতি রাখার স্থান অন্যত্র। প্রবেশ দ্বারের পূর্ব দিকে।

জিনানাখানা থেকে পায়ে হেঁটে এসেছেন জাঁহাপনা আওরঙ্গজেব। তিনি এসে হাজির হওয়ার পর থেকে পুরো অনুষ্ঠানস্থলের ভাব-পরিমন্ডল বদলে গেছে।

জাহাঁপনার মাথায় আজ হিরে-মোতি-পান্না-খচিত মোগলশাহি মুকুটখানা শোভা পেতে দেখা যাচ্ছে। তিনি পরে এসেছেন ধবধবে সাদা পাগড়ি। গায়ে একই রকম সাদা গলাবন্ধ পিরহান। শাহি মিরজাই নামে যা বহুল খ্যাত।

পিরহানটা উন্নত সাটিন কাপড়ের। মখমল-জাতীয় মিহি সুতোর। যা হয়ে থাকে খুব মোলায়েম। এজাতীয় কাপড় সাধারণত বাদশাহ-আমির আর সমাজের শীর্ষ স্তরের অবস্থাপন্ন লোকেরা পরেন। এর সাটিন নামের প্রচলন ঘটেছে ইংরেজ ফিরিঙ্গিদের মুখে। সাটিন (Satin) শব্দ ইংরেজি। তাই এই নামটি নিয়ে ভদ্রসমাজে আপত্তিও আছে কম না। কারণ এই কাপড়ের সুতো হিন্দুস্তানের। বোনা হয় হিন্দুস্তানে। ফিরিঙ্গিরা এসে তা

www.pathagar.com

বাজারজাত করে, ব্যবসা করে। তাই বলে এর পরিচিতি ফিরিঙ্গি ভাষায় মানে ইংরেজিতে হবে কেন?

গাঢ় সবুজ রঙের সাটিন কাপড়েরই একখানা গামছা ঝোলানো আছে জাঁহাপনার দুকাঁধে।

খুব সুন্দর লাগছে জাঁহাপনাকে। যা দেখে লেখক সমাজের অনেকের মনে উদ্রেক হচ্ছে প্রগাঢ় আবেগ-আপ্লুত নানা ভাব। ফারগানা থেকে আগত এক প্রবীণ কবি একদৃষ্টে জাঁহাপনার রূপসৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বিড়বিড় করে কি জানি বলছিলেন, বোঝা যাচ্ছিল না। সমরকন্দের ইহতেশাম হাসানি জাহাঁপনার দিকে তাকিয়ে তাঁর পাশের লোককে বলেই বসলেন, 'জগতে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সা. শ্রেষ্ঠ। তাঁর অনুসারীরাও যুগে যুগে জ্ঞানে-গুণে-রূপে-জৌলুসে সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ।'

কোন জায়গার আরেক ভদ্রলোক জানি বয়েত রচনা করেছেন,

ফেরেস্তা নয় আদম শ্রেষ্ঠ,
দেখবে কি তার নজির?
মুশায়রাতে দেখো এসে
বাদশাহ আলমগীর।

আজ জাহাঁপনাও বেশ খোশ মেজাজে আছেন মনে হচ্ছে। তিনি গভীর মনোযোগে আবৃত্তি শুনছেন। ফাঁকে বিরতির সময় সমালোচনা-পর্যালোচনায় শরিক হচ্ছেন। কখনো আশপাশের সহশ্রোতাদের মাঝে উৎকৃষ্টমানের আতর বিলাচ্ছেন। মুখে অমায়িক এক শাহানশাহি হাসি।

এবারের এই মুশায়রার আলাদা একটা বিশেষত্ব আছে। বসে বসে কবিতা শুনে চিন্তা ও ভাবের জগত সমৃদ্ধ করা শুধু নয়। জাহাঁপনার মনে আছে ভিন্ন আরেক মকসুদ। এই মুশায়রা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা নির্বাচন করবেন। যিনি হবেন নির্বাচিত, তিনি শাহজাদি জেবুন নিসার গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন। মাইনে দেওয়া হবে বড় অঙ্কের।

www.pathagar.com

অমিত যোগ্যতার অধিকারী সব কবি-সাহিত্যিকাদের এই আসরে সবচেয়ে কম বয়সী আছেন দেখা যাচ্ছে দু জন। একজন পারস্যের শাহজাদা খুররম। অপরজন পুরুষ নন, নারী। শাহজাদি জেবুন নিসা।

শাহজাদা খুররমকে বড় ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে। পোশাক-আশাকে নেই কোনো আভিজাত্য। দেখতে লাগে সারাক্ষণ চিন্তাযুক্ত। এ পর্যন্ত তাকে মুশায়রা অনুষ্ঠানের কোনো কর্মসূচীতেই অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় নি। তিনি শুধু চুপচাপ বসে থাকেন। আরেকটি ব্যাপার অনেকের নজরে পড়েছে, পারস্যের এই শাহজাদা অনুষ্ঠানে শাহজাদি জেবুন নিসার প্রতি বিশেষ মনোযোগী। জেবুন নিসার প্রতি অপলক চোখে তাকিয়ে থাকাই যেন তার একমাত্র কাজ। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু লাগায় যাঁরা একটু-আধটু সমালোচনা করেছেন ঠারাঠারি করে, তাঁরা একে নিছক ছেলেসুলভ আচরণ রূপে বিবেচনা করেছেন।

শাহজাদি জেবুন নিসা যথাসময়ে এসেছেন প্রতিদিনকার মতো। পরনে খুব অসাধারণ সুন্দর একটা হিজাব।

জেবুন নিসার হিজাবের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে কোনো কোনো লেখক বেশ আগ্রহী। তাঁর হিজাবের কাপড়ের ধরণ-বৈচিত্র থেকে শুরু করে ফ্যাশনশৈলী এমনকি দর্জির সূচিকর্মের বিবরণ পর্যন্ত কেউ কেউ লিপিবদ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানে একদিন তিনি পরিধান করে এলেন সাদা কার্পাস কাপড়ের হিজাব।

আপাদমস্তক সম্পূর্ণ সাদা। কোমরের দিকে সামান্য চ্যাপটা ফিতে দিয়ে হালকা চাপানো। এই হিজাবটা শাহজাদির মেয়েলি কোমলতা আর নির্মলতাকে যেন ফুটিয়ে তুলেছিল খুব।

একদিন দেখা গেল, যে হিজাব তার গায়ে শোভা পাচ্ছে, সেটা দেখামাত্র কেউ কেউ বললেন, বুরহানপুরের আর্মেনীয় দর্জিদের তৈরি এটা। নিচ দিক ফতুয়া-জাতীয় জামার মতো। কিছুটা আঁটসাঁট। গাঢ় খয়েরি রঙ। বাহুর দু পাশে নীল সুতোর কারুকাজ। ওপরের অংশ অর্থাৎ কাঁধ থেকে মুখমন্ডলসহ মাথা পযন্ত সাদা ওড়নার মতো। দু অংশের

www.pathagar.com

কাপড়ই সম্ভবত ঢাকাই মসলিন হবে। এই হিজাবে নিতান্ত সম্মোহিনী আর মায়াবী বলে অনুভুত হচ্ছিল তাঁকে। যদিও ছিল মুখমন্ডল ঠিকমতোই আবৃত, কিন্তু আবৃত থাকার কারণে তা যে আকর্ষণ দিয়েছিল অধিকতর বাড়িয়ে।

শাহজাদি জেবুন নিসা এরকমই এক একদিন এক এক ধরণের হিজাব পরিধান করে মুশায়রা অনুষ্ঠানে এসে হাজির হন। এ পর্যন্ত একই হিজাব পর পর দু দিন পরিধান করতে দেখা যায় নি তাঁকে।

আজ যে হিজাব গায়ে দেখা যাচ্ছে শাহজাদির, সেটা মনে হয় খুব অভিজাত। এর ঠাটবাট অন্যরকম। কোন নিপুণ দর্জি-কারিগর জানি এটা বানিয়েছে! আর দামই জানি কত যে পড়েছে! খোদা পাক জানে। এই হিজাবটাও দু অংশে বিভক্ত। কাঁধ থেকে পায়ের গিট পর্যন্ত অংশ দৃষ্টিনন্দন আচকানের মতো। ঝোলা ধরণের এবং কুচকুচে কালো। নিচের দিকে দু-দুটো করে সরু আঁচল টানা। আঁচলের রঙ সাদা। কাপড় সম্ভবত চিক্কণ মকমল-জাতীয় হবে।

হিজাবের ওপরের অংশ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তৈরি। দু কাঁধ থেকে বুকের নিচ দিক ওড়নার মতো। শাহজাদির শরীরের সাথে খুব সুন্দরভাবে খাপ খাওয়া এ অংশটা সম্পূর্ণ সাদা। তা গাঢ় খয়েরি পাড়যুক্ত। পাড়ের সরু রেখা ওপর থেকে নিচে নেমে এসে অর্ধগোলকের মতো বাঁকা হয়ে আবার ওপর দিকে উঠে গিয়েছে। দু কাঁধের দু প্রান্ত একই রঙের শক্ত-জাতীয় মোটা কাপড় দিয়ে নান্দনিকভাবে টানানো।

মাথার অংশে এমনভাবে ছোটো ভাঁজ তৈরি করে কাপড় মুড়িয়ে দেওয়া, তাতে ফুটে উঠেছে অনেকটা শাহি তাজের আদল। দু পাশে পুঁতির মতো সম্ভবত হিরে বসানো আছে।

বাহুমুলের ডান পাশে এবং বাম পাশে স্বর্ণের আভাযুক্ত একধরণের সুতোর নকশি।

হিজাবের দু হাতের কব্জি আর সামনে গলা থেকে নিচে সুদৃশ্য বোতাম আছে আট-দশেক। বোতামগুলোর আকৃতি গোল। দেখতে মুদ্রার মতো। মাঝখানে বসানো আছে হিরের পুঁতি। উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়ায় সেগুলো।

www.pathagar.com

হিরে যে সারা বিশ্বে শুধু খুব মূল্যবান, তাই নয়। দুষ্প্রাপ্যও। কিন্তু হিন্দুস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে গোলকুণ্ডা নামক স্থানে এটি পাওয়া যায়। ওখানে মাটির নিচে হিরের খনি আছে।

আজকের এই হিজাব শাহজাদি জেবুন নিসার ব্যক্তিত্বকে যেন খুব সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে।

তিনি আসন গ্রহণ করেছেন তাঁর নির্ধারিত স্থানে।

এমন সুষমামণ্ডিত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যে তাঁকেই মানায়। রূপ-সৌন্দর্য, বংশ-মর্যাদা, জ্ঞান-গরিমা সকল দিকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? তিনি শাহানশাহে দিল্লির প্রাণাধিক কন্যা। তিনি আজকের এই মর্যাদাশীল অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ!

শাহজাদি কবিতা লিখছেন। নির্ধারিত সময়ে আবৃত্তি শুরু হবে। এখন যে-যার মতো করে চর্চা করছেন কবিতা। কেউ লিখছেন। কেউ আলোচনা করছেন। কেউ মনোযোগের সাথে কেবল শুনে যাচ্ছেন। ফাঁকে আবার অনেকে গপপো করছেন।

সবাই মনে মনে উন্মুখ আছেন, শাহজাদি জানি কেমন লিখছেন! কারণ এপর্যন্ত যা দেখা গিয়েছে, বাঘা বাঘা সব কবিদের কৃতিত্ব টেক্কা দিয়ে বার বার ঝলসে উঠেছে আসরে শাহজাদির অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা।

এল প্রতিযোগিতা পর্ব।

জনৈক কবি অসম্পূর্ণ ভাবসম্পন্ন একটি বয়েত লিখে তা ছুঁড়ে দিলেন আসরে। বয়েতটি হলো-

আগর মান্‌দ শনে মান্‌দ,
শবে দীগর নমী মান্‌দ।

অনুবাদ : থাকে যদিও কাঁকর-সম, আর থাকে না পরের রাতে।

আসরের নিকট প্রশ্ন, এই বয়েতে কিসের কথা বলা হয়েছে? সেটা খুঁজে বের করে অবশিষ্ট কথাগুলো কি হতে পারে, তা বলতে হবে। তবে

www.pathagar.com

অবশ্যই গদ্যাকারে নয়। বর্ণিত বয়েতের সাথে ছন্দ ও ধ্বনি-রসবোধের মিল রেখে বয়েত রচনা করতে হবে। আছেন কেউ?

শুনে অনেকের কাছে মনে হলো, এ আর কী এমন কঠিন কিছু? তাঁরা কালি আর কলম টেনে নিলেন। শুরু করলেন ভাবনা। কাটতে লাগল সময়। নিরন্তর ভাবতে ভাবতে ঘুরতে লাগল মাথা। কিন্তু কূল-কিনারা আর করতে পারছেন না কিছু। কেউ কেউ অনেক চেষ্টা করে কষ্টেসৃষ্টে কোনো রকমে লিখলেন কয় ছত্র। শোনানো হলো আসরে।

না। খুব একটা যুতসই হয় নি কারোই। কেউ মূল বিষয়ের অবশিষ্ট কথা উদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হলেও করতে পারেন নি ছন্দের তালমিল। আর কারো রচনায় সুন্দর ছন্দরস ফুটে উঠেছে ঠিক। কিন্তু বিবৃত মূল বিষয়ের সাথে নেই কোনো সামঞ্জস্য।

এখন বাকি আছেন শাহজাদি জেবুন নিসা। তিনি কি লিখেছেন, সেটা শোনাই হয়ে উঠল সকলের অপার আগ্রহের বিষয়।

অনেকের ধারণা, শাহাজাদি নিশ্চয় অধীত বিষয়ে সঠিক বিশ্লেষণ দিতে সক্ষম হবেন উপযুক্ত বয়েতের মাধ্যমে। তিনি না-পারলে আর পারবে কে? অনেকে বলছেন, আরে দূর! এতই সহজ নাকি? যা ইচ্ছে তা লিখে ফেললেই কি আর কবিতা হয়? এ রকম একটা সারগর্ভ বিষয়ে কবিতা রচনা তো আর উপস্থিত-বক্তৃতা নয় যে, গুছিয়ে দু-চার কথা কোনো রকমে উগলে ছেড়ে দিতে পারলেই হয়ে যাবে?

আবৃত্তি করে শোনানো শুরু হলো শাহজাদির কবিতা,

হিজাবে নাব উরুসাদর,
বরে শাহ নমী মান্‌দ।
আগর মান্‌দ শনে মান্‌দ,
শবে দীগর নমী মান্‌দ।
মরীজে ইশক ও বিসইয়ারী
বর বিসতর নমী মান্‌দ।
আগর মান্‌দ শনে মান্‌দ,
শবে দীগর নমী মান্‌দ।

www.pathagar.com

কবিতা শুনে স্তম্ভিত সকলে! প্রশ্নকর্তা যে বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন, তাঁর অসম্পূর্ণ রূপটি খুব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দিলেন শাহজাদি। এমন প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এরকম অসাধারণ ছন্দ ও অন্তমিলের সাথে কবিতায় জবাব আর কারো ফুটে ওঠে নি।

এবার দেখা যাক একবিতায় প্রথিতযশা কবি জেবুন নিসা কি বিবৃত করেছেন?

নব বধূর পর্দা লাজ,
নেই কিছুই তাঁর রাজার হাতে।
থাকে যদিও কাঁকর-সম
আর থাকে না পরের রাতে।
প্রেম -যাতনা যায় মুছে সব,
শয্যা শুলে স্বামীর সাথে।
থাকি যদিও কাঁকর-সম,
আর থাকে না পরের রাতে।

(কাব্যানুবাদ : ফজলুর রহমান জুয়েল)

অভিভূত লোকজন বলাবলি করতে লাগল নানা কথা। কেউ বলল, এই ভর মজলিসে এমন নগ্ন বিষয়ে বয়েত রচনা শোভা পায় না জেবুন নিসার মতো ব্যক্তিত্ববান নারীর কলমে। আবার কেউ বলল ভিন্ন কথা, শাহজাদি যা বলেছেন, তা অশ্লীল নয়। শরিয়তবিরোধীও নয়। বরং তাঁর এই অনুসন্ধিৎসু বিশ্লেষণে মানবজীবনের এক সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে। এতে চিন্তা ও উপলব্ধির উপাদান আছে।

অনুষ্ঠানে বসা পণ্ডিতগোছের শ্রেতারা খামাখা বলাবলিতে নেই। বলবেন আর কি! বিস্ময়ে যে এমনিতেই নির্বাক দশা তাঁদের।

নড়েচড়ে উঠলেন পারস্যের শাহজাদা খুররম। তাঁর ভালো লাগা মানুষের ভেতর থেকে বের হয়ে আসা এ জাতীয় কবিতা শুনে বুকের ভেতর তিরতির করে কেঁপে উঠেছে। মন হয়ে উঠেছে আরো উতলা-চঞ্চল।

www.pathagar.com

শাহজাদার উচ্ছ্বাসপূর্ণ ধারনা জাগল, যে-ভূমিতে প্রেম পাতানোর বীজ বপন করব বলে আশা করে এসেছি, সে-ভূমি তো দেখছি তাহলে বেজায় উর্বর! না-হয় এজাতীয় বয়েত আসতে পারে বেরিয়ে? ভাবতে গেলে যে ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক! বিজ্ঞজনদের কথা, প্রেম বোঝার অনুভূতি যদি শাণিত না থাকে, তাহলে রূপ আর গুণের বাহার সবই হয়ে থাকে রসকষহীন। অসাড়ের নামান্তর। রূহানি চেতনাবিহীন ইবাদতের মতো। অত্যন্ত আশার কথা যে, প্রেমশাস্ত্রে জেবুন নিসাকে একদম উপযুক্ত বিশারদ মনে হচ্ছে। অতএব, চিন্তার আর কারণ নেই। মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট। যে-কোনো উপায়ে প্রেম নিবেদন করতে পারাই এখন আসল কাজ বইকি। ছক্কা লেগে যাবে। সন্দেহ নেই।

শাহাজাদার বুকটা দুরুদুরু করছে। মনে জোর করে সাহস আনার চেষ্টা করলেন একদফা। তারপর ধীর পায়ে রওয়ানা দিলেন শাহজাদির দিকে। এই কয়দিন ধরেই তাঁকে বলি-বলি করে আর বলা হচ্ছে না। আর সময় ক্ষেপণ করা যায় না। যা বলার তাঁকে এখনি বলে ফেলতে হবে।

এখন সমস্যা যেখানে, তা হলো, কথাটা কিভাবে বলা হবে? বলার একটা কৌশল এবং ধরণ আছে না? তা-ও ভাবার দরকার আছে। এই ভর মসলিসে এমন কথা কি আর প্রকাশ্যে সরাসরি বলা যাবে?

পারস্য দরবারের এই সুদর্শন যুবকের আচমকা শাহজাদি জেবুন নিসার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে কেউ কেউ হকচকিয়ে উঠলেন। অপলক তাকিয়ে রইলেন বড় বড় চোখ করে। কেউ রইলেন কান পেতে।

শাহজাদা ইতোমধ্যে মনে মনে বক্তব্য একটা প্রস্তুত করে ফেলেছেন।

প্রাত্যাহিক জীবনের কথাবার্তাতে এমন অনেক শব্দ আছে, যা উচ্চারণে সামান্য হেরফের বা শ্রুতিবিভ্রাটের কারণে অর্থের পার্থক্য হয়ে থাকে বিস্তর। সব ভাষাতেই আছে এরকম। যেমন বাংলায়,

ধামাচাপা = অন্যায়ভাবে লোকচক্ষু থেকে আড়াল করা।

ধামা চাপা = ধামা বা ধান মাপার ঝুড়ি কে চাপা দেওয়া।

www.pathagar.com

শাহজাদার মনে প্রস্তুত করে রাখা বক্তব্য সে-রকমই একটি কথা। তিনি শাহজাদির কাছে গিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আবৃত্তির সুরে বলে উঠলেন,

সেহবোসাহ
মী খাহম

মানে, আমি সেহবোসাহ খেতে চাই।

কিন্তু সেই সেহবোসাহটা যে কী, সেটাই হলো কথা। কারণ পারসি 'সেহ' মানে তিন। আর 'বোসাহ' মানে চুমু। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, আমি তিনটে চুমু খেতে চাই।

এরকম এক অনুষ্ঠানে জেবুন নিসার মতো যুবতিকে প্রকাশ্যে এমন প্রস্তাব করা জঘন্য ধৃষ্টতা নয় কি? প্রেমের নামে পরনারীর মোহে বিভ্রান্ত হয়ে এমন পাগলামো কেউ করে?

কিন্তু না। শাহজাদার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা বাক্যটির ভিন্ন আরেক অর্থও যে করা যায়। কারণ বিশেষ একধরণের রান্না করা গোশতের টুকরোকে পারসিতে সেহবুসা বলে। তার মানে শাহজাদা জেবুন নিসাকে বলেছেন, আমি রান্না করা গোশতের টুকরো খেতে চাই।

শাহজাদিকে এবার শাহজাদার কথার জবাব দিতে হবে। কিন্তু কী জবাব দেবেন তিনি? তাঁর আঁচ করতে বাকি নেই পারসিক যুবকের মনের গোপন অভিলাষ। কিন্তু হলে কি হবে, জেবুন নিসা যে কোনো পুরুষের সাথে বিয়েবিহীন অবস্থায় হৃদয়ের গোপন ভাববিনিময় কিংবা সম্পর্ক স্থাপনে ঘোরবিরোধী। কেননা এ কাজ ইসলামে সাফ নিষেধ আছে।

শাহজাদি জবাব দেবেন ঠিক। উচিত জবাব। কিন্তু খেউর অর্থাৎ প্রতিবাদমূলক অশালীন কবিতা দিয়ে নয়। রুচিশীল সাহিত্য-রসপূর্ণ ভাবগ্রাহী বাক্যে। তা-ও অতি সংক্ষেপে। কথা দীর্ঘ না-করা সমীচীন হবে।

সকলে হা-করে তাকিয়ে আছেন শাহজাদির মুখের দিকে। শাহজাদি তর তর করে শাহজাদার কথার জবাব দিয়ে দিলেন-

আজমত বখী
মাদি তলব

www.pathagar.com

অর্থাৎ পেতে চাইলে এমন তরো
নারীর কাছে গমন করো।

(কাব্যানুবাদ : ফজলুর রহমান জুয়েল)

শাহজাদির মুখের এই কথাগুলো যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দ্বৈত অর্থ ও ভাবসমৃদ্ধ। যাতে শাহজাদার কথার দু দুটো অর্থের জবাব দিতে পারায় উপস্থিত লোকজন খুব তাজ্জব হলেন।

শাহজাদি জেবুন নিসা তাঁর কথাগুলো বলা শেষ করে আলগোছে সটকে পড়লেন।

প্রচণ্ড চাপা আবেগে বিহ্বল শাহজাদার আশা ছিল, শাহজাদি নিশ্চয় এমন কিছু বললেন, যাতে তাঁর কোমল হৃদয়ের দ্ব্যর্থহীন সম্মতিদানের ইঙ্গিত থাকবে। কিন্তু তা না-হওয়ায় শাহজাদা মনে মনে খুব মর্মাহত হলেন। ফিরে এলেন হতাশ হয়ে। মুহূর্তেই মুশায়রা অনুষ্ঠান ত্যাগ করে নীরবে সোজা চলে গেলেন তাঁর মেহমানখানার শয়নকক্ষে।

পরদিন আবারো যথারীতি মুশায়রা অনুষ্ঠান শুরু হলো। একে একে সকলেই এসে হাজির হলেন। কিন্তু শাহজাদা খুররম সেখানে আর অন্যদিনের মতো যোগদান করলেন না। তিনি শুয়ে রইলেন তাঁর কক্ষে।

বিছানায় কাত হয়ে বালিশে মুখ গোঁজ করে আছেন শাহজাদা। নানা কিছু ভাবছেন সর্বস্বান্ত হয়ে।

কিছুক্ষণ পরেই কক্ষে এসে হাজির শাহি দরবারের কর্মচারী কয়জন। তাঁরা বিনয়ের সাথে জানাল, মুহতারাম! আপনার আর কোনো কাজ না-থাকলে অনুগ্রপূর্বক ইস্পাহানের পথে রওয়ানা দিতে পারেন।

---

www.pathagar.com

Estd-1949
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১
ISBN 984-30241-0004-7
www.pathagar.com